মনীষী চরিত

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম

ভূমিকা :

নির্লোভ, নিরহংকার ও অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) ভারতীয় উপমহাদেশের জ্ঞানাকাশের এক দেদীপ্যমান নক্ষত্র। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বড় মাপের আহলেহাদীছ আলেম, মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও 'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর প্রামাণ্য আরবী ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ'-এর রচয়িতা। ইলমে হাদীছে তাঁর গভীর মনীষা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, সমাদৃত ও সর্বজনগ্রাহ্য। একবার সঊদী আরবের 'দারুল ইফতা' আধুনিক যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ব্যতিক্রমী হাদীছের মর্মার্থ তাঁর কাছে জানতে চায়।[১২] এতে সহজেই অনুমিত হয় যে, মুসলিম বিশ্বে মুহাদ্দিছ হিসাবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু।

নাম, উপনাম ও উপাধি :

তাঁর নাম ওবায়দুল্লাহ। উপনাম আবুল হাসান।[১৩] উপাধি 'শায়খুল হাদীছ'। ইলমে হাদীছে অগাধ ব্যুৎপত্তি এবং শিক্ষকতা ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে প্রায় এক শতাব্দী ইলমে হাদীছের খিদমতে নিয়োজিত থাকায় তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। উর্দূ রীতি অনুযায়ী কখনো কখনো এই উপাধিকে সংক্ষিপ্ত করে 'শায়খ' বা 'শায়খ ছাহেব' বলা হ'ত। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে লোকজন তাঁকে তাঁর নামের চেয়ে এই উপাধিতেই বেশী ডাকত। উল্লেখ্য, ভারতীয় উপমহাদেশে যাঁরা ছহীহ বুখারী ও মুসলিম পড়ান, তাঁরা 'শায়খুল হাদীছ' উপাধিতে বরিত হন।[১৪] 'জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত' গ্রন্থের লেখক আযীযুর রহমান সালাফী বলেন, 'ইলমে হাদীছে অগাধ ব্যুৎপত্তির অধিকারীকে অতীতকালে 'মুহাদ্দিছ' বলা হ'ত। কিন্তু 'শায়খুল হাদীছ' শব্দটি নতুন এবং ভারতীয়দের পরিভাষা। মানুষেরা আল্লামা আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ীকে 'শায়খুল হাদীছ' উপাধিতে ডাকত। অতঃপর যখন আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হ'লেন এবং তাঁকে ছহীহ বুখারী ও মুসলিম পড়ানোর দায়িত্ব দেয়া হ'ল, তখন তিনিও 'শায়খুল হাদীছ' রূপে আহূত হ'তে লাগলেন। অতঃপর মানুষের মুখে উচ্চারিত হ'তে হ'তে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম উম্মাহ্র দেয়া এই উপাধিতেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[১৫]

হাবীবুর রহমান মৌবী বলেন, 'ওবায়দুল্লাহ রহমানী শায়খুল হাদীছ উপাধিতে এমনভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, যখন আহলেহাদীছদের নিকট এই উপাধি সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন তিনিই উদ্দেশ্য। যেমন ভারতে 'হাফেয' উপাধিটি আহলেহাদীছদের নিকট উল্লেখিত হ'লে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী। আর 'মিয়াঁ ছাহেব' দ্বারা উদ্দেশ্য শায়খুল কুল ফিল কুল সাইয়েদ নাযীর হুসাইন দেহলভী। যেমন বৈশ্বিক ইলমী পরিমণ্ডলে 'আল-হাফেয' উপাধি দ্বারা হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) উদ্দেশ্য'।[১৬]

ভারতীয় উপমহাদেশে যারা ইসলামিয়া মাদরাসা থেকে ফারেগ হন, তারা সেই মাদরাসার দিকে সম্পর্কিত হন। যেমন জামে'আ সালাফিয়া (বেনারস) থেকে ফারেগ হ'লে সালাফী, নাদওয়াতুল ওলামা (লক্ষ্ণৌ) থেকে ফারেগ হ'লে নাদবী ইত্যাদি। সেরূপ দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লী থেকে ফারেগ হওয়ার জন্য ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর নামের শেষে 'রহমানী', জন্মস্থান মুবারকপুরের দিকে সম্বন্ধিত করে মুবারকপুরী ও নিজ যেলা আযমগড়ের দিকে সম্পর্কিত করে আযমী উল্লেখিত হয়ে থাকে।[১৭] তবে তিনি ওলামায়ে কেরামের নিকট ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী রূপেই সর্বাধিক পরিচিত ও খ্যাত।

জন্ম ও নসবনামা :

বিশ্ববরেণ্য এই মুহাদ্দিছ ১৩২৭ হিজরীর মুহাররম মাস মোতাবেক ১৯০৯ সালে উত্তর প্রদেশের আযমগড় যেলার মুবারকপুর[১৮] গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত আহলেহাদীছ আলেম

---

১২. *ড. আছেম বিন আব্দুল্লাহ আল-কারয়ূতী, কাওকাবাতুম মিন আইম্মাতিল হুদা ওয়া মাছাবীহিদ দুজা (মদীনা মুনাওয়ারা : ১৪২০ হিঃ/ ২০০০), পৃঃ ২২২।*

১৩. *ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়া, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৯ হিঃ/১৯৯৮ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯, জীবনী অংশ দ্র.।*

১৪. *মাসিক ছাওতুল উম্মাহ (আরবী), জামে'আ সালাফিয়া, বেনারস, খণ্ড ৪০, সংখ্যা ১২, ডিসেম্বর ২০০৮, পৃঃ ১৪।*

১৫. *মাসিক মুহাদ্দিছ (উর্দূ), জামে'আ সালাফিয়া, বেনারস, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ২৭৮।*

১৬. *ঐ, পৃঃ ১১০-১১।*

১৭. *ছাওতুল উম্মাহ, ডিসেম্বর '০৮, পৃঃ ১৪; ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদ মুখলিছাহ (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়া, ১৯৮৬), পৃঃ ২৯৩-৯৪।*

১৮. *মুবারকপুর গ্রামটি আযমগড় যেলার ১২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এবং রাজধানী দিল্লী থেকে সাতশ' (৭০০) কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্রায় সাড়ে চারশ' বছর আগে সম্রাট হুমায়ূনের শাসনামলে রাজা শাহ সাইয়েদ মুবারক মানেকপুরী (মৃঃ ৯৬৫ হিঃ) নামে জনৈক বুযর্গ ব্যক্তির হাতে এ নগরীর বর্তমান ভিত্তি স্থাপিত হয়। তার নামেই পরবর্তীতে এটি মুবারকপুর রূপে পরিচিত হয়। এর পূর্বে এ স্থানের নাম ছিল কাসেমাবাদ। রেশম শিল্পের জন্য এ নগরীটি অত্যন্ত বিখ্যাত। হিজরী ৮ম শতকের মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৬৮ খৃঃ) তাঁর ভ্রমণকাহিনীর এক জায়গায় এ সম্পর্কে লিখেছেন, وتصنع بها الثياب الرفيعة، ومنها تجلب إلى دهلى وبينهما مسيرة ثمانية عشر يوما. 'এখানে উন্নতমানের কাপড় তৈরী করা হয় এবং তা দিল্লীতে আমদানী করা হয়। দিল্লী ও এর মাঝে দূরত্ব ১৮ দিনের পথ' (রিহলাতু ইবনে বতুতা ২/২৫)। প্রাচীনকাল থেকেই মুবারকপুর মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত। নগরীর অধিকাংশ গ্রাম-পাড়া ও রাস্তাগুলো ইসলামী ও আরবী নামে নামকরণকৃত। তিরমিযীর বিশ্ববরেণ্য ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩ হিঃ), আব্দুস সালাম মুবারকপুরী, 'আর-রাহীকুল মাখতূম' রচয়িতা ছফিউর*

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১৯] তাঁর পূর্ণ বংশপরিক্রমা হ'ল- ওবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম বিন খান মুহাম্মাদ বিন আমানুল্লাহ বিন হুসামুদ্দীন।[২০]

বংশীয় ঐতিহ্য :

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর দাদা খান মুহাম্মাদ (১২৫৭-১৩২৭ হিঃ) মুত্তাকী ও দানবীর ছিলেন। অধিক কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত, হাদীছে বর্ণিত দো'আ-কালাম মুখস্থকরণ, ধর্মীয় গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন এবং মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে তার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি আহলেহাদীছ ছিলেন। তাঁর বড় আব্বা (বাবার নানা) আমানুল্লাহ (মৃঃ ১২৯৯ হিঃ) হেকীম, বংশের নেতা ও হাদীছের প্রতি আমলকারী তথা আহলেহাদীছ ছিলেন। তিনি শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভীর (১১৫৯-১২৩৯ হিঃ) ছাত্র শাহ আবূ ইসহাক আল-লেহরাবীর ছাত্র ছিলেন।[২১] বাবা মাওলানা আবুল হুদা সালামাতুল্লাহ ওরফে আব্দুস সালাম মুবারকপুরী একজন বড় মাপের আহলেহাদীছ আলেম ছিলেন। তিনি ১২৮৯ হিজরীতে মুবারকপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর তিনি হাফেয আব্দুর রহীম মুবারকপুরী (মৃঃ ১৩৩০ হিঃ), আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, হুসামুদ্দীন মৌবী (মৃঃ ১৩১০ হিঃ), হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী[২২] আব্দুল হক কাবুলী (মৃঃ ১৩২১ হিঃ) প্রমুখের নিকট থেকে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২৪৬-১৩২০ হিঃ) এবং হুসাইন বিন মুহসিন ওরফে হুসাইন আরব ইয়ামানীর[২৩] নিকট থেকেও সনদ লাভ করেন। ফারেগ হওয়ার পর তিনি মাদরাসা আহমাদিয়া (আরাহ, বিহার), মাদরাসা ছাদেকপুর, পাটনাতে ১৫ বছর, মাদরাসা আলিয়া আরাবিয়া (মৌ, উত্তর প্রদেশ)-এ ৩ বছর, মাদরাসা সিরাজুল উলূমে (বনঢেয়ার, বলরামপুর, উত্তর প্রদেশ) ৪ বছর এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লীতে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতায় তাঁর খ্যাতি দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।[২৪] মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮ খৃঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'মাওলানা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী প্রকৃতার্থেই একজন আলেম এবং বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক খুঁজতে গেলে তাঁর ওপরই প্রথম নযর পড়ত'।[২৫]

দারুল হাদীছ রহমানিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকাকালে দিল্লীর চাঁদনী চক রোডে এক উন্মত্ত ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। এ ঘটনার কিছু দিন পর ১৮ রজব ১৩৪২ হিঃ/২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।[২৬] উর্দূতে প্রণীত ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অনবদ্য জীবনী 'সীরাতুল বুখারী' তাঁর

রহমান মুবারকপুরী (১৯৪২-২০০৬) প্রমুখ মুবারকপুরের উজ্জ্বল নক্ষত্র (আলোচনা দ্রঃ কাযী আতহার মুবারকপুরী, তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর (মুম্বাই : রহীমী প্রেস, ১৯৭৪), পৃঃ ১৪-২৩; ছাওতুল উম্মাহ, নভেম্বর '০৮, পৃঃ ১২-১৩।

১৯. *ইমাম খান নওশাহরাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (পাকিস্তান : মারকাযী জমঈয়তে তলাবায়ে আহলেহাদীছ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১), পৃঃ ৩২৯; ছাওতুল উম্মাহ, ডিসেম্বর '০৮, পৃঃ ১৪; মাসিক আল-বালাগ (উর্দূ), মুম্বাই, খণ্ড ৪, সংখ্যা ৮, মার্চ ১৯৯৪, পৃঃ ৩৯।*

২০. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৬৭; মির'আতুল মাফাতীহ ১/৯।*

২১. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৬৭; আব্দুস সালাম মুবারকপুরী, সীরাতুল বুখারী (কুয়েত : দারুল ফাতহ, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭), পৃঃ ৪১, পাদটীকা-১৭।*

২২. *'উসতাযুল আসাতিযাহ' (أستاذ الأساتذة) বা 'শিক্ষককুল শিরোমণি' খ্যাত হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী আযমগড় যেলার মৌনাথভঞ্জনে ১২৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর তিনি স্বপরিবারে গাযীপুরে চলে আসেন। সেযুগের খ্যাতনামা শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা লাভের পর তিনি গাযীপুরের 'চশমায়ে রহমত' মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। এ মাদরাসায় পাঠদানকালে আহলেহাদীছ ছাত্রদের সাথে হানাফী ফিকহের বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে তাঁর আলোচনা-পর্যালোচনা হ'ত। ফলে তিনি ইলমে হাদীছে অধিক ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষের কাছে ৬ মাসের ছুটি নিয়ে দিল্লীতে মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর নিকট চলে যান। সেখানে তিনি তাঁর নিকট থেকে ইলমে হাদীছের জ্ঞানার্জন করে আহলেহাদীছ হয়ে যান (ফালিল্লাহিল হামদ)। দিল্লী থেকে ফিরে এসে নিজ কর্মস্থল 'চশমায়ে রহমত' মাদরাসায় স্বীয় পদে পুনর্বহাল হন। একদিন মাগরিবের ছালাতে জোরে আমীন বললে ও রুকূতে যাওয়ার সময় রাফ'উল ইয়াদায়ন করলে তাকে ১৩০৫ হিজরীতে চাকুরীচ্যুত করা হয়। এরপর তিনি মাদরাসা আহমাদিয়া, আরাহতে গিয়ে সুদীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ শিক্ষকতা করেন। ১৯১৮ সালের ২৬ নভেম্বর তিনি লক্ষ্ণৌতে ইন্তেকাল করেন এবং 'আয়েশ বাগ' কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বিশের অধিক। ভারতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। (দ্রঃ তারাজিম, পৃঃ ৩৫৯-৬৬; মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী, হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়া, ১৯৭৯), পৃঃ ২৮৫-২৮৯ প্রভৃতি।*

২৩. *শায়খ হুসাইন বিন মুহসিন আল-আনছারী আল-খাযরাজী আস-সা'দী আল-ইয়ামানী ওরফে হুসাইন আরব ইয়ামানী ১২৪৫ হিজরীর ১৪ জুমাদাল উলা ইয়ামানের 'হাদীদা' বন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের জনৈক শায়খের কাছে শিক্ষার হাতেখড়ি হবার পর তিনি 'আল-মুরাওয়া'আহ' গ্রামে গিয়ে ৮ বছর যাবৎ ইলমে দ্বীন হাছিল করেন। ইমাম শাওকানী (১১৭৩-১২৫০ হিঃ) ও মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ বিন নাছের আল-হাযেমী (মৃঃ ১২৮৩ হিঃ) প্রমুখের কাছ থেকেও তিনি হাদীছের সনদ লাভ করেন। ইয়ামানের 'লাহয়াহ' (لحية) নগরীতে তিনি কাযীর দায়িত্ব পালন করেন। চার বছর পর তিনি কাযীর পদ ত্যাগ করেন। ১২৭৮ হিজরীতে রাণী সিকান্দার বেগমের রাজত্বকালে তিনি ভূপালে আসেন। রাণী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং 'দারুল হাদীছ'-এর শিক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করেন। ১/২ বছর পর তিনি ইয়ামানে ফিরে যান। ভূপালের রাণী শাহজাহান বেগমের সময় তিনি স্ব-পরিবারে ভূপালে হিজরত করে তথায় বসতি স্থাপন করেন। দিল্লী ও ভূপালে তাঁর কাছে অনেকেই হাদীছের দরস গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মুহাদ্দিছ হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে দূর-দূরান্তের ছাত্ররা তার ছাত্রত্ব গ্রহণ করে হাদীছের অমীয় সুধা পান করে। ১৩২৭ হিজরীর ১০ জুমাদাল উলা বুধবার ছহীহ বুখারীর ভাষ্য 'ফাতহুল বারী' অধ্যয়কালে তিনি ইন্তেকাল করেন (হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু, পৃঃ ২৪৮-৫০)। আবূ দাঊদের ভাষ্যকার, খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম শামসুল হক আযীমাবাদী (১৮৫৭-১৯১১ খৃঃ) তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। হাদীছের দুর্বোধ্য অনেক বিষয় তিনি তার কাছ থেকে জেনে নিতেন।*

২৪. *সীরাতুল বুখারী, পৃঃ ২২-২৩; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৪২; হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু, পৃঃ ২৯৮-৯৯।*

২৫. *তারাজিম, পৃঃ ৩২৩-২৪।*

২৬. *তারাজিম, পৃঃ ৩২৩; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৪২; সীরাতুল বুখারী, পৃঃ ২৫।*

অমর কীর্তি। এটি আরবী ও ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

আব্দুস সালাম মুবারকপুরী যখন মারা যান, তখন তার তিন সন্তাই ছাত্র ছিল। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'এই লাইনগুলোর (সীরাতুল বুখারীর ভূমিকা) লেখক দারুল হাদীছ রহমানিয়ার পঞ্চম বর্ষের ছাত্র ছিলেন। আর তাঁর দু'ছোট সহোদর মুহাম্মাদ উযাইর ও ওবায়দুর রহমান গ্রামের মাদরাসায় প্রাথমিক দিকের কিছু ফার্সী বই পড়ছিলেন'।[২৭]

আব্দুস সালাম মুবারকপুরীর তিন পুত্র সন্তান ছিল। (১) ওবায়দুল্লাহ (২) ওবায়দুর রহমান (৩) মুহাম্মাদ উযাইর। ওবায়দুর রহমান দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লী ফারেগ ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আমার স্নেহাস্পদ ভাই ওবায়দুর রহমান মাযাহিরী রহমানী চরিত্রবান ও ভদ্র ছিলেন। তিনি ভাল কবি ও খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। আল্লাহ তাকে সুরুচি ও সূক্ষ্ম অনুভূতিশক্তি দিয়েছিলেন। ... তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল এবং যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে ১০ যিলহজ্জ ১৩৬৪ হিজরীতে তিনি আমাদেরকে চিরবিদায় জানান। মৃত্যুকালে তিনি টগবগে যুবক ছিলেন। তিনি দারুল হাদীছ রহমানিয়ার শিক্ষক ছিলেন'।[২৮]

শিক্ষা জীবন :

ভারতীয় উপমহাদেশে সাধারণতঃ মা ও দাদী-নানীদের কাছে বাড়ীতে মুসলিম সন্তানদের পড়াশুনার হাতেখড়ি হয়। তাদের কাছে ছোট্ট সোনামণিরা প্রথমতঃ আরবী অক্ষর, শব্দ অতঃপর বাক্য পরিচয় শেখে। এভাবে কুরআন মাজীদ পড়তে সমর্থ হ'লে গোটা কুরআন মাজীদ অন্ততঃ একবার দেখে পড়ে। অধিকাংশ রক্ষণশীল পরিবারে এ নিয়ম চালু আছে। অতঃপর সন্তানকে গ্রামের নিকটবর্তী কোন মাদরাসায় ভর্তি করা হয় এবং প্রাথমিক স্তরে সেখানে তার নিয়মতান্ত্রিক পড়াশুনার পথযাত্রা শুরু হয়।

সম্ভবতঃ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর বেলায়ও এমনটি হয়েছিল। যদিও তাঁর জীবনের ঊষালগ্নের এ পর্যায় সম্পর্কে জীবনী গ্রন্থগুলোতে তেমন কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, তবুও আযমগড় যেলার পরিবেশ ও প্রচলিত রীতি এদিকে ইঙ্গিত করে। এরপর তিনি 'মাদরাসা দারুত তা'লীম' (প্রতিষ্ঠা : ১৯১২)-এ ভর্তি হন। প্রাথমিক স্তরে তিনি কয়েক বছর এখানে অধ্যয়ন করেছিলেন। মৌলভী মুহাম্মাদ আছগার, মৌলভী শাহ মুহাম্মাদ প্রমুখ এখানে তার শিক্ষক ছিলেন।[২৯] এরপর তার বাবা আব্দুস সালাম মুবারকপুরী শিক্ষকতার সুবাদে তাকে নিম্নোক্ত মাদরাসাগুলোতে সাথে করে নিয়ে যান এবং সেগুলোতে তিনি শিক্ষার্জন করেন।

১. মাদরাসা আলিয়া আরাবিয়া, মৌনাথভঞ্জন (প্রতিষ্ঠা : ১২৮৫ হিঃ/১৮৬৮ খৃঃ) : মুবারকপুর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে মৌনাথভঞ্জন নগরীতে অবস্থিত এ মাদরাসায় ১৩৩৩-১৩৩৬ হিঃ/১৯১৪-১৯১৭ সাল পর্যন্ত ৩ বছর আব্দুস সালাম মুবারকপুরী শিক্ষকতা করেন। তিনি তখন মুহাম্মাদ নু'মানের[৩০] ডুমনপুরার বাড়ীতে অবস্থান করতেন। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী এই মাদরাসায় পড়তেন এবং নু'মানের পরিবারের ও গ্রামের অন্য শিশুদের সাথে খেলাধূলা করতেন। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৮ বছর। তিনি এখানে উর্দূ ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। সম্ভবতঃ তিনি এখানে প্রাথমিক স্তরের পড়াশুনাও শেষ করেন।[৩১]

২. মাদরাসা সিরাজুল উলূম (বনঢেয়ার, বলরামপুর, উত্তর প্রদেশ) : ১৩৩৬-১৩৪১ হিঃ/১৯১৭-২৩ খৃঃ পর্যন্ত ৫ বছর আব্দুস সালাম মুবারকপুরী এখানে শিক্ষকতা করেন। বাবার কাছে এ মাদরাসায় ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী নাহু, ছরফ, সাহিত্য, ফিকহ ও মানতেকের বিভিন্ন কিতাব তথা কাফিয়া, শরহে মুল্লা জামী, শরহে বেকায়া, মিশকাতুল মাছাবীহ, সিরাজী, শরহে তাহযীব, কুতবী, দীওয়ানে মুতানাব্বী, অক্লীদাস (অংক) অধ্যয়ন করেন।[৩২] সাথে সাথে অন্য শিক্ষকদের কাছ থেকেও তিনি পাঠ গ্রহণ করেন, যাদের নাম জানা যায়নি।

৩. দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লী (প্রতিষ্ঠা : ১৯২১, বন্ধ ১৯৪৭) : ১৩৪১ হিঃ/১৯২৩ সালে আব্দুস সালাম মুবারকপুরী এখানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। এখানে ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী ও হুসাইন বিন মুহসিন ওরফে হুসাইন আরব ইয়ামানীর ছাত্র আল্লামা আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ী দেহলভীর[৩৩] নিকট ছহীহ

২৭. *সীরাতুল বুখারী, পৃঃ ২৮।*
২৮. *ঐ, পৃঃ ২৮।*
২৯. *মুহাদ্দিছ, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী '৯৭, পৃঃ ২৬৮-৬৯।*

৩০. *মুহাম্মাদ নু'মান বিন আলহাজ আব্দুর রহমান মৌবী আযমী (১২৯৭-১৩৭১ হিঃ) জামে'আ সালাফিয়া বেনারসের সাবেক রেক্টর ড. মুকতাদা হাসান আযহারীর (১৯৩৯-২০০৯ খৃঃ) নানা। তিনি (নু'মান) মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্র। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের ওমরাবাদে অবস্থিত জামে'আ দারুস সালামে (প্রতিষ্ঠা : ১৯২৪ খৃঃ) তিনি হাদীছের দরস দেন (জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৫৪, ২৬৬)।*
৩১. *ছাওতুল উম্মাহ, ডিসেম্বর '০৮, পৃঃ ১৬-১৭।*
৩২. *ঐ, পৃঃ ১৭; মির'আতুল মাফাতীহ ১/৯; আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৯।*
৩৩. *আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ী ভারতবর্ষের খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম ও মুহাদ্দিছ। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় যেলার মুবারকপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী প্রমুখের কাছে দরসে নিযামীর উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেন। ফারেগ হওয়ার পর দিল্লীর হাজী আলীজান মাদরাসায় (প্রতিষ্ঠাকাল : ১৩০৯ হিঃ, বন্ধ : ১৯৪৭) বিশ বছর যাবৎ শিক্ষকতা করেন। ১৩৩৭ হিজরীতে তিনি 'তাবলীগে সুন্নাহ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। কিন্তু কিছুদিন পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৩৩৯ হিঃ/১৯২১ সালে দারুল হাদীছ রহমানিয়া প্রতিষ্ঠিত হ'লে তিনি সেখানে যোগদান করে দীর্ঘ সময় তাফসীর, হাদীছ, উছূলে হাদীছ, উছূলে ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদান করেন। এরপর তিনি দিল্লীর মাদরাসা যাবীদিয়ায় শিক্ষকতা করেন। ১৩৬২ হিজরীর ২৯ ছফর/১৯৪৩ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন (দ্র. তারাজিম, পৃঃ ১৬৬-৬৯; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৫০-৫১; হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ'মালুহু, পৃঃ ২৬৭-৬৯; আবেদ হাসান রহমানী ও আযীযুর রহমান সালাফী, জামা'আতে আহলেহাদীছ কী*

বুখারী, মুসলিম, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক; হাফেয আব্দুর রহমান নগরনাহসাবীর নিকট তাফসীরে জালালায়ন, তিরমিযী, নূরুল আনওয়ার, মাকামাতে হারীরী ও দীওয়ানুল হামাসা; গোলাম ইয়াহ্ইয়া খানপুরীর নিকট তাফসীরে বায়যাভী, হেদায়া (শেষ দু'খণ্ড), তালবীহ, তাওযীহ, শামসে বাযেগাহ, হামদুল্লাহ, কাযী মুবারক, শরহে হিদায়াতুল হিকমাহ, শরহে আকাইদে নাসাফী, শরহে মাওয়াকিফ, তাছরীহ, শরহে চগমনী, শরহে মাতালে' ও মুসাল্লামুছ ছুবূত; আবূ তাহের বিহারীর নিকট সুনান আবূ দাঊদ ও হাদিয়া সা'দিয়া; আব্দুল গফূর জয়রাজপুরীর নিকট মুকাদ্দামা ইবনে খালদূন ও শামসে বাযেগার কতিপয় খণ্ড; মুহাম্মাদ ইসহাক আরাভীর নিকট শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী রচিত আল-ফাওযুল কাবীর; আব্দুল ওয়াহ্হাব আরাভীর নিকট ছদরা এবং হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর[৩৪] নিকট তাফসীরে বায়যাভীর কিয়দংশ অধ্যয়ন করে জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করেন। এখানে তিনি ক্লাসে সবসময় ফার্স্ট হতেন। এভাবে সুদীর্ঘ ৫ বছর দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় বাবা ও উল্লেখিত খ্যাতিমান আলেমদের নিকট শিক্ষা লাভ করে ১৩৪৫ হিঃ/১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এখান থেকে ফারেগ হন এবং সনদ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।[৩৫]

আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর কাছে শিক্ষাগ্রহণ :

ইলমে দ্বীন শিক্ষা লাভে প্রবল আগ্রহী ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় অধ্যয়নকালে ছুটিতে বাড়ীতে এসে অযথা সময় নষ্ট করতেন না। সে সময় তিরমিযীর জগদ্বিখ্যাত ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী মুবারকপুরে অবস্থান করছিলেন। জ্ঞান সমুদ্রের মণি-মুক্তা আহরণে সদা উদগ্রীব মুবারকপুরী এ সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নিকট মাদরাসার ছুটিকালীন সময়ে তিরমিযীর (প্রথম দিকের বেশ কিছু অংশ), শরহে নুখবাতুল ফিকার (কিয়দংশ), মুকাদ্দামা ইবনে ছালাহ ও সিরাজী অধ্যয়ন করেন।[৩৬]

'তুহফাতুল আহওয়াযী' প্রণয়নে সহযোগিতা :

মাত্র ১৮ বছর বয়সে দারুল হাদীছ রহমানিয়া থেকে ফারেগ হওয়ার পর মুবারকপুরী সেখানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। এদিকে শেষ জীবনে আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার কারণে তিরমিযীর ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়াযী'র শেষ দু'খণ্ড রচনায় সাহায্য করার জন্য তিনি ইলমে হাদীছে পারদর্শী একজন আলেমের সহযোগিতা নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন। দারুল হাদীছ রহমানিয়ার দায়িত্বশীলগণের নিকট তিনি ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আতাউর রহমান এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে এ মহান কাজে সহায়তা করার জন্য আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর নিকটে প্রেরণ করেন। দীর্ঘ দু'বছর তিনি তাঁকে এক্ষেত্রে সহায়তা করেন। এই সুযোগে তাঁর কাছে হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থও অধ্যয়ন করেন।[৩৭]

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী এ সম্পর্কে নিজেই বলেন,

وقد صحبت ولازمت شيخنا الأجل المباركفورى سنتين كاملتين لإعانته على تحرير الربعين الأخيرين الثالث والرابع من تحفة الأحوذى، وقرأت عليه أطرافا من الصحاح الستة وغيرها من كتب الحديث وشيئا كثيرا من شروح الحديث وقدرا معتدا به من مقدمة ابن الصلاح، وقد كنت قرأت عليه قبل ذلك أوائل جامع الترمذى والسراجية فى علم الفرائض، وبذلت جهدى فى الاستغراف من بحار علومه والاستفادة من فوائده والتأدب بآدابه.

'তুহফাতুল আহওয়াযীর শেষ দু'খণ্ডের (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) রচনার কাজে সহায়তা করার জন্য আমি আমাদের মহান শিক্ষক আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর সান্নিধ্যে দু'বছর অতিবাহিত করি। (এ সময়) আমি তাঁর নিকট কুতুবে সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীছের গ্রন্থাবলী, হাদীছের বহু ভাষ্যগ্রন্থ ও মুকাদ্দামা ইবনে ছালাহ্র কিছু অংশ অধ্যয়ন করি। ইতিপূর্বে আমি তাঁর নিকট তিরমিযীর প্রথম দিকের বেশ কিছু অংশ ও ফারাইযের সিরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। তাঁর জ্ঞান সমুদ্রে ডুব দিতে, তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হ'তে ও তাঁর চরিত্রে নিজেকে চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে আমি আমার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করি'।[৩৮] *[চলবে]*

তাদরীসী খিদমাত (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়া, ১৯৮০), পৃঃ ২৩, ২৫-২৬।

৩৪. *ফকীহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিছ, উছূলবিদ হাফেয আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আ'যম বিন ফযলুদ্দীন গোন্দলবী পাকিস্তানের গুজরানওয়ালার গোন্দলানওয়ালা গ্রামে ১৩১৫ হিজরী/১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি কুরআন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দরস-তাদরীসে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি পঞ্চাশের অধিকবার ছহীহ বুখারী পড়ান। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম ছিলেন। এক সময় তিনি 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' পশ্চিম পাকিস্তানের আমীর ছিলেন। তিনি খুবই আল্লাহভীরু বা-আমল মুহাদ্দিছ ছিলেন। জীবনের সুদীর্ঘ ৫০ বছরে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে কোনদিন তাঁর তাকবীরে তাহরীমা ছুটেনি। ১৪ রামাযান ১৪০৫ হিঃ/ ৪ জুন ১৯৮৫ সালে ৯০ বছর বয়সে এই ইলমী মহীরুহ ইন্তেকাল করেন (জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২০১-২০৯; কাওকাবা, পৃঃ ২১-৩৬)।*

৩৫. *তারাজিম, পৃঃ ৩২৯; মির'আতুল মাফাতীহ, ১/৯; ছাওতুল উম্মাহ, ডিসেম্বর '০৮, পৃঃ ১৮; জানুয়ারী '০৯, পৃঃ ১১-১২; আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৯-৪০।*

৩৬. *মির'আতুল মাফাতীহ ১/৯; আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৪০।*

৩৭. *মির'আতুল মাফাতীহ ১/৯-১০; তারাজিম, পৃঃ ৩৩০।*

৩৮. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৯৬।*

মনীষী চরিত

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

শিক্ষকতা :

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) মাত্র ১৮ বছর বয়সে ১৩৪৫ হিঃ/১৯২৭ খৃষ্টাব্দে দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লী ফারেগ হয়ে সে বছরই সেখানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন।[৮৩] এত অল্প বয়সে তদানীন্তন ভারতবর্ষে ইলমে দ্বীন চর্চার নাভিমূলে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হওয়া সত্যিই বিস্ময়কর। কারণ রহমানিয়া মাদরাসা তখন ভারতবর্ষে আহলেহাদীছদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রতিষ্ঠাতাদের ঐকান্তিকতা, শিক্ষকদের যোগ্যতা, শিক্ষার মান, যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম, নিয়ম-কানূন প্রভৃতি কারণে অল্প সময়ের ব্যবধানেই ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বে এ মাদরাসার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে আধুনিক সঊদী আরবের হিজায ও নাজদ সহ অন্যান্য দেশ থেকেও ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত।[৮৪]

রহমানিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নের সময় মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আতাউর রহমান ও অন্যান্য খ্যাতিমান শিক্ষকগণ তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, ফলাফল ও পাণ্ডিত্যে বিমুগ্ধ-বিমোহিত হয়েই তাঁকে শিক্ষক হিসাবে সাদরে বরণ করে নেন। মুবারকপুরীর ছাত্র জীবনের সোনালী দিনগুলো যেখানে কেটেছে, সেখানে শিক্ষকতা করার চেয়ে পরম আনন্দের আর কী হ'তে পারে!

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় দিল্লী ও অন্যান্য শহরে সৃষ্ট দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে রহমানিয়া মাদরাসার তত্ত্বাবধায়ক আব্দুল ওয়াহ্হাব (প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আতাউর রহমানের ছেলে) পাকিস্তানের করাচীতে হিজরত করার কারণে মাদরাসাটি বন্ধ হয়ে যাওয়া[৮৫] পর্যন্ত সুদীর্ঘ বিশ বছর মুবারকপুরী সেখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। মাঝখানে দু'বছর আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)-কে তিরমিযীর ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়াযী' প্রণয়নে সহযোগিতার জন্য তিনি মুবারকপুরে অবস্থান করেন। এরপর পুনরায় স্বীয় কর্মস্থলে ফিরে পূর্বের ন্যায় পাঠ দানে মনোনিবেশ করেন।

দীর্ঘ ২০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে তিনি ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আবূদাঊদ, মুওয়াত্তা মালেক ও বুলূগুল মারাম ছাড়াও শরহে বেকায়া, শরহে মুল্লা জামী প্রভৃতি গ্রন্থ পড়ান। সাথে সাথে ফৎওয়া প্রদানও অব্যাহত থাকে।[৮৬]

মুবারকপুরী অত্যন্ত পরিশ্রমী শিক্ষক ছিলেন। পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে তবেই ক্লাসে যেতেন। ক্লাসের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য রাত্রে তিনি গভীর অধ্যয়নের সাগরে ডুবে যেতেন নিবিষ্টচিত্তে। কখনো কখনো অধ্যয়নরত অবস্থায় ফজরের আযান হয়ে যেত। ফজরের ছালাতের পরপরই তিনি ছহীহ বুখারীর দরস দিতেন। তদীয় ছাত্র, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান রহমানী (১৯১৩-২০০৭) বলেন, 'শায়খ ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুওয়াত্তা মালেক-এর দরস দেয়ার জন্য যুরকানী কৃত মুওয়াত্তার শরাহ, শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২) লিখিত মুওয়াত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুসাউওয়া ও মুছাফফা ও অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন এবং তাঁর সূক্ষ্ম হস্তলিপি দ্বারা টীকা-টিপ্পনী ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুওয়াত্তার হাশিয়ায় লিপিবদ্ধ করতেন'।[৮৭]

তাঁর অন্য আরেকজন ছাত্র মুহাম্মাদ মুরতাযা বলেন, 'দরস দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করার সময় তিনি যে বিষয়ে দরস দিবেন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য নাহু, ছরফ, ইলমুল মা'আনী, বায়ান, তাফসীর ও অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন'।[৮৮]

উল্লেখ্য, মুবারকপুরী দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় শিক্ষকতাকালে তাঁর পরিবার-পরিজনকে দিল্লীতে নিয়ে যাননি। আব্দুস সালাম রহমানীকে লেখা একটি পত্রে এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বাইরে কর্মজীবন অতিবাহিত করার সময় পরিবার-পরিজনকে সাথে নিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে প্রশান্তির কারণ। কিন্তু একই সাথে তা ব্যস্ততাও বাড়িয়ে দেয়। এতে ইলমী কর্মকাণ্ড বিশেষতঃ অধ্যয়ন ও পাঠদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এজন্য আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দিল্লীতে অবস্থানের সময় পরিবার-পরিজনকে সাথে নিয়ে যাইনি'।[৮৯]

এভাবে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে গিয়ে তিনি তাঁর জ্ঞান সাগরের মূল্যবান মণি-মুক্তা-পান্না ছাত্রদের মাঝে ঢেলে দিতেন এবং বইয়ের পাঠাংশের বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে তার দুর্বোধ্যতা ও জটিলতার বদ্ধ দুয়ার উন্মোচন করতেন। ছাত্ররা পাঠদানকৃত বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছে- এ ধারণা বদ্ধমূল হবার পরই কেবল তিনি অন্য বিষয়ে পাঠদানে উদ্যত হ'তেন। তাঁর হাদীছ পড়ানোর নিয়ম এরূপ ছিল- প্রথমতঃ কোন

৮৩. *মির'আতুল মাফাতীহ ১/৯; তারাজিম, পৃঃ ৩২৯; আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৪০; ছাওতুল উম্মাহ, ডিসেম্বর '০৮, পৃঃ ১৮, জানুয়ারী '০৯, পৃঃ ১৩।*

৮৪. *জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত, পৃঃ ২৬; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৫৪।*

৮৫. *জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত, পৃঃ ২৭; মির'আতুল মাফাতীহ ১/১০; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৫৫।*

৮৬. *মির'আতুল মাফাতীহ ১/১০; ছাওতুল উম্মাহ, খণ্ড ৪১, সংখ্যা ৫, মে ২০০৯, পৃঃ ২৩-২৪; আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৪০।*

৮৭. *সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' (উর্দূ), লাহোর, পাকিস্তান, নভেম্বর '৯৪, পৃঃ ২০-২১।*

৮৮. *মুহাদ্দিছ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।*

৮৯. *মাকাতীবে রহমানী, পৃঃ ৩০।*

একজন ছাত্র তিনটি হাদীছ পড়ত। অতঃপর তিনি হাদীছের তাখরীজ ও সনদ বর্ণনা করার পর মতন (Text) ব্যাখ্যা করতেন। হাদীছ ব্যাখ্যা করার সময় ফকীহদের মতামত ও দলীল বর্ণনা করে সঠিক মতটি উপস্থাপন করতেন। সাথে সাথে পঠিত হাদীছগুলো পরস্পর বিরোধী হ'লে তাদের মাঝে সুন্দরভাবে সমন্বয় সাধন করতেন। অবশ্য কখনো কখনো পঠিতব্য বইয়ের পাদটীকায় লিখিত নিজস্ব টীকা-টিপ্পনীর সহযোগিতা নিতেন।[৯০]

শরহে বেকায়াহ পড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর জনৈক ছাত্র বলেন, 'শায়খ মুবারকপুরী আমাদেরকে শরহে বেকায়াহ-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পড়াতেন। তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করতেন। প্রত্যেক বিষয়ে তিনি গভীর মনীষার অধিকারী ছিলেন বিধায় পূর্ণ যোগ্যতার সাথেই পাঠদান করতেন। তিনি বইয়ের হাশিয়ায় টীকা-টিপ্পনী ও অধ্যয়নের সারাংশ লিখতেন। পড়ানোর সময় মুচকি হাসতেন এবং ক্লাসের সকল ছাত্রের দিকে দৃষ্টি দিতেন। ছাত্ররা কতটুকু পড়া বুঝেছে তা পরখ করতেন। তিনি ফিকহের ক্লাসে হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের মানহাজ (পদ্ধতি) এবং হাদীছের ক্লাসে মুহাদ্দিছগণের মতামত বিশেষ করে হাফেয ইবনু হাজার আসকালানীর (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) মতামত ও দলীলাদি উল্লেখ করতেন'।[৯১]

মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান রহমানী বলেন, 'শায়খ মুবারকপুরী ইলমে হাদীছে পূর্ণ দক্ষতা রাখতেন। ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে গুরুত্বের সাথে দরস দিতেন। তিনি ছাত্রদের নিকট শারঈ ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল উপস্থাপন করে তাদের তথ্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতেন ও জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করতেন। তিনি উপকারী তথ্যাবলী একত্রিত করে ক্লাসে উপস্থাপন করতেন।[৯২]

তাঁর হাদীছের দরসের দারুণ খ্যাতি ছিল। ফলে তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে বিশেষ করে ছহীহ বুখারী, আবূদাঊদ ও তিরমিযীর দরস গ্রহণ করার জন্য দারুল হাদীছের ছাত্ররা ছাড়াও অন্যান্য মাদরাসার শিক্ষক ও শায়খুল হাদীছরাও উপস্থিত হতেন।[৯৩] তাঁর দরসে যে সকল প্রথিতযশা আলেম উপস্থিত হ'তেন তাঁদের মধ্যে 'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' গ্রন্থের লেখক ইমাম খান নওশাহরাবী[৯৪] ও মাওলানা আব্দুল হাসান নাদভী (হানাফী) অন্যতম। ইমাম খান নওশাহরাবী মাঝে-মধ্যে দারুল হাদীছ পরিদর্শন করতেন এবং মুবারকপুরীর দরসে বসতেন।[৯৫]

'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ' গ্রন্থের লেখক আব্দুল হাসান নাদভী (১৯১৪-২০০০) বলেন, 'যখন শায়খ মুবারকপুরী দিল্লীতে হাদীছ পাঠদানের বরকতমণ্ডিত কাজে মশগুল ছিলেন, তখন আমি তাঁর দরসে উপস্থিত হয়ে খুবই সৌভাগ্যবান ও আনন্দিত হয়েছি এবং তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ও ইলমে হাদীছে অপরিসীম যোগ্যতা অনুধাবন করেছি'।[৯৬]

ছাত্রমণ্ডলী :

সুদীর্ঘ ২০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর কাছে অসংখ্য ছাত্র দরস গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কতিপয় ছাত্র হচ্ছেন-

১. মাওলানা আব্দুর রউফ ঝাণ্ডানগরী : মাওলানা আব্দুর রউফ বিন নে'মাতুল্লাহ বিন মোতী খান বিন বখতিয়ার খান নেপালের কপিলবস্তু যেলার ঝাণ্ডানগর হ'তে ২০ কিলোমিটার উত্তরে কাদারবাটুয়া গ্রামের এক হানাফী আলেম পরিবারে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহশিক্ষক মিয়াঁ মালেক আলীর কাছে পাঠ গ্রহণ শেষে তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত ঝাণ্ডানগর মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে মাওলানা খলীল আহমাদ বিসকূহারীর নিকটে মীযান, মুনশা'আব পড়েন। অতঃপর বেনারসের মদনপুরা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে মাওলানা মুনীর আহমাদের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। এখানে অধ্যয়নরত অবস্থায় মায়ের অসুখের খবর পেয়ে নেপালে ফিরে আসেন এবং ঝাণ্ডানগরে বিখ্যাত

---

৯০. *মাসিক 'ছিরাতে মুস্তাকীম' (উর্দূ), বার্মিংহাম, লন্ডন, নভেম্বর-ডিসেম্বর '৯৮, পৃঃ ১৫।*
৯১. *মুহাদ্দিছ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৬।*
৯২. *ছিরাতে মুস্তাকীম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।*
৯৩. *মুহাদ্দিছ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।*
৯৪. *মাওলানা আব্দুল গনী ওরফে আবু ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান নওশাহরাবী আলেম, ঐতিহাসিক, গ্রন্থকার, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ১৮৯০ সালে নওশাহরাহ (পাকিস্তান) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নওশাহরাবীর দাদা নওশাহরাহ থেকে হিজরত থেকে গুজরানওয়ালা যেলার সোহদারাহতে থিতু হন। এখানেই তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। পণ্ডিত দিনানাথের কাছে ফার্সী পড়ার পর তিনি ইলমে দ্বীন হাছিলের জন্য সোহদারাহ-এর 'মাদরাসা হামীদিয়াহ'তে ভর্তি হন। এরপর তিন ওয়াযীরাবাদে গিয়ে হাফেয আব্দুল মান্নান ওয়াযীরাবাদী (১২৬৭-১৩৩৪ হিঃ) ও মাওলানা ওমরুদ্দীনের কাছে কিছু কিতাব পড়েন। তারপর অমৃতসর গিয়ে 'মাদরাসা গযনবিয়াহ'তে ভর্তি হন। এখানে তিনি মাওলানা নেক মুহাম্মাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন হাযারাবী এবং মাওলানা আব্দুল্লাহ ভূজিয়ানীর কাছে পাঠ গ্রহণ করেন। শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি ১৯১৯ সালে সোহদারাহতে ফিরে আসেন। ১৯২১ সালে গুজরানওয়ালায় গিয়ে তিনি একটি পত্রিকায় চাকুরী নেন। এরপর জীবিকার তাগিদে ভারতে পাড়ি জমান। দেশ বিভাগের পর তিনি লাহোরে বসবাস শুরু করেন। কর্মজীবনে ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ (অমৃতসর), আখবারে মুহাম্মাদী (দিল্লী), আহলেহাদীছ গেজেট (দিল্লী), মাসিক যামানা (লক্ষ্ণৌ), মাসিক মা'আরিফ (আযমগড়) সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম (লাহোর, পাকিস্তান), সাপ্তাহিক চাটান (ঐ) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮), মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (১৮৯০-১৯৪১), মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাঊদ গযনবী (মৃঃ ১৯৬৩ খৃঃ), মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী, মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (১৯০৯/১০-১৯৮৭) প্রমুখ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। নওশাহরাবীর গ্রন্থের সংখ্যা ২৬টি। তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, হিন্দুস্তান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত, হিন্দুস্তান মেঁ ইলমে হাদীছ, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর জীবনী 'নুকূশে আবুল ওয়াফা' (২ খণ্ড) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। আহলেহাদীছদের পরম হিতাকাঙ্খী এই আলেমে দ্বীন ১৬ জানুয়ারী ১৯৬৬ মোতাবেক ২৪ রামাযান ১৩৮৫ হিজরীতে সোহদারাহতে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। দ্র. মাসিক শাহাদত (উর্দূ), ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, খণ্ড ১৪, সংখ্যা ৫, মে ২০০৭, পৃঃ ৩০-৩১।*
৯৫. *ছাওতুল উম্মাহ, মে '০৯, পৃঃ ২৭।*
৯৬. *মুহাদ্দিছ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।*

আরবী সাহিত্যিক মাওলানা আব্দুল গফূর ও অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট পড়তে থাকেন। এখানে ৬ষ্ঠ জামা'আত শেষ করার পর তিনি 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' দিল্লী গমন করেন। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি শায়খুল হাদীছ আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ী, নাযীর আহমাদ আমলুবী (মৃঃ ১৯৬৮ খৃঃ), ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী প্রমুখের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। ফারেগ হওয়ার পর তিনি রহমানিয়া মাদরাসাতেই শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। সেখানে বছরখানেক শিক্ষকতা করার পর ঝাণ্ডানগরের 'সিরাজুল উলূম' মাদরাসায় যোগ দেন। সেখানে দু'বছর শিক্ষকতা করার পর জামে'আ রহমানিয়া মদনপুরা, বেনারসে নিয়োগ পেয়ে তিন বছর শিক্ষকতা করার পর পুনরায় ঝাণ্ডানগরে ফিরে আসেন। পিতার মৃত্যুর পর তার সুদক্ষ পরিচালনায় সিরাজুল উলূম মাদরাসাটি একটি খ্যাতনামা দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

মাওলানা ঝাণ্ডানগরী খ্যাতিমান বাগ্মী ছিলেন। তাঁর বাগ্মিতা মন্ত্রমুগ্ধ করত শ্রোতামণ্ডলীকে। নেপালে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান অবিসংবাদিত। ১৯৯১ সালের ৫ নভেম্বরে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ নেপাল' গঠিত হ'লে তিনি আমীর নিযুক্ত হন। ছিয়ানাতুল হাদীছ (দুই খণ্ড, মোট পৃষ্ঠা ৪০০), নুছরাতুল বারী ফী তায়ীদে ছহীহিল বুখারী প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৪টি।[৯৭]

২. মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান রহমানী ওমরপুরী : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান রহমানী ওমরপুরী ভারতের মুযাফফরনগর যেলার ওমরপুরের ওমরী খান্দানের কৃতীসন্তান। তিনি ১৯১৩ সালের ২০ জুলাই দিল্লীর নিকটবর্তী 'রোহতাক' নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা আব্দুল জব্বার ওমরপুরী (১২৭৭-১৩৩৪ হিঃ/১৯১৬ খৃঃ) ও বাবা আব্দুস সাত্তার ওমরপুরী (১৩০৮ হিঃ-৬ মার্চ ১৯১৬) দু'জনই খ্যাতিমান আলেম, শিক্ষক ও গ্রন্থ রচয়িতা ছিলেন। জন্মের তিন বছর পর (১৯১৬ সালে) দাদা, বাবা মা ও ছোট ভাই আব্দুল কাহ্হারকে হারিয়ে তিনি দাদির তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। মাওলানা আব্দুল গাফফার দ্বীনী ইলম অর্জনের জন্য দিল্লীর কিশানগঞ্জে অবস্থিত আল-হুদা মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে প্রাথমিক বইপত্র অধ্যয়নের পর তিনি কলকাতার দারুল হাদীছ মাদরাসায় ভর্তি হন। এরপর দিল্লীর রহমানিয়া মাদরাসায় গিয়ে প্রখ্যাত শিক্ষকদের কাছে জ্ঞানার্জন করে ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে ফারেগ হন। এখানে তিনি ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। রহমানিয়া মাদরাসা থেকে ফারেগ হওয়ার পর কিছুদিন সেখানেই শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটি থেকে 'ফাযেলে আদব' (আরবী) এবং ১৯৪০ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে 'মৌলবী ফাযেল' (আরবী) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৬-৪২ পর্যন্ত বেনারসের মাদরাসা রহমানিয়াতে তাফসীর, হাদীছ, আরবী সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে পাঠদান করেন। ১৯৪২-১৯৪৮ পর্যন্ত পূর্ব পাঞ্জাবের মালিরকোটলা কাওছারুল উলূম মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে চলে যান। ১৯৪৮-৬৪ সাল পর্যন্ত লাহোর, সিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি, ফয়ছালাবাদ, সাহীওয়াল ও করাচীতে পাঠদান করেন।

১৯৬৪-১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৮১-৮৫ সাল পর্যন্ত জামে'আ তা'লীমাতে ইসলামিয়া ফয়ছালাবাদে বুখারীর দরস দেন। অনলবর্ষী আহলেহাদীছ বাগ্মী আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (১৯৪০-২৩ মার্চ ১৯৮৭) তাঁর খ্যাতিমান ছাত্র ছিলেন। আযমাতে হাদীছ, ইন্তেখাবে হাদীছ, মি'য়ারী খাতূন, দ্বীন মেঁ গুলু, হাকীকাতে দো'আ, হাকীকাতে রামাযান প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৮৯ সালের দিকে তিনি আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গবেষণা পরিষদ গঠন করেন। জেনারেল যিয়াউল হকের সময় তিনি 'ইসলামী নাযরিয়াতী কাউন্সিল'-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ২২ মার্চ ২০০৭-এ দুপুর ১১-টায় ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। পরের দিন ইসলামাবাদে তাকে দাফন করা হয়।[৯৮]

৩. ড. আফতাব আহমাদ রহমানী : ড. আফতাব আহমাদ রহমানী ১৯৩৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের দিনাজপুর যেলার বিরল থানার অন্তর্গত মুরাদপুর (সাত ভাইয়া পাড়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মুহাম্মাদ ওমর মোল্লা। দেশে দরসে নিযামীর পাঠ গ্রহণ করে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে 'জামে'আ নাযীর হুসাইন' (ফাটক হাবাশ খাঁ, দিল্লী) মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে এক বছর তিনি মিশকাতুল মাছাবীহ, শরহে জামী, সাব'আ মু'আল্লাকা প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লী থেকে ফারেগ হন। এখানে ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী সহ অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন। রহমানিয়া থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি দিল্লী জামে মসজিদের পূর্ব-দক্ষিণে 'মছলিওয়ালান' রোডে অবস্থিত জামে আ'যম (বর্তমান নাম রিয়াযুল উলূম, প্রতিষ্ঠা : ১৩০২ হিঃ) মাদরাসায় এক বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৬ সালে রহমানিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার নিয়োগপত্র পান। কিন্তু তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দিল্লীতে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকেন। ১৯৪৬ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলভী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৯ সালে দিনাজপুর হাই মাদরাসা থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান, ১৯৫১ সালে সিরাজগঞ্জ ইসলামিক

৯৭. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৬১-৬২; আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৯০-৯৩, ৪৯৫।*

৯৮. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৫৯-৬০; তারাজিম, পৃঃ ১৬০-৬১; পাক্ষিক 'তারজুমান', দিল্লী, খণ্ড ২৭, সংখ্যা ১১, ১-১৫ জুন ২০০৭, পৃঃ ২৬-২৮।*

ইন্টারমেডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান, ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ সম্মান (আরবী) পরীক্ষায় এবং ১৯৫৬ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এম.এ-র রেজাল্ট হওয়ার আগেই ১৯৫৬ সালে তিনি দিনাজপুর যেলার পার্বতীপুর থানার নূরুল হুদা হাই মাদরাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর দায়িত্ব পান।

১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগে আরবীর সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি "Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani and His Contribution to Hadith Literature" বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৮ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি লন্ডনের ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "The life and Works of Ibn Hajar Al-Asqalani (Accompanied by a critical edition of certain sections of Al-Sakhawi's Al-Jawahir wa Al-Durar)" শিরোনামে গবেষণা করে দ্বিতীয় বার পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। এ থিসিসটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ২০০০ সালের জুলাইয়ে প্রকাশিত হয়েছে (মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৯৩)। তাঁর পিএইচ.ডির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ প্রফেসর এ.জে আরবেরী (The Seven Odes গ্রন্থের লেখক)। তাঁর মৃত্যুর পর প্রফেসর আর.বি সার্জেন্ট ও প্রফেসর ড. আব্দুল মুঈদ খান তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ক্যাম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে তিনি প্রিয় শিক্ষক ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীকে একটি চিঠি লিখেন, যেটি 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর মুখপত্র পাক্ষিক 'তারজুমান'-এ (দিল্লী) হুবহু প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালে তিনি দেশে ফিরে পুনরায় ভাষা বিভাগে যোগদান করেন এবং এ সালেই সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৮১ সালের ২২ জুন প্রফেসর পদে উন্নীত হন। তিনি ১৯৭৩-৭৬ পর্যন্ত ভাষা বিভাগের সভাপতি এবং ২৫.০৮.১৯৭৮ থেকে ২৪.০৮.১৯৮১ সাল পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আরবী বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যাকাত বোর্ডের সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সদস্য, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস-এর সম্পাদক এবং 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি ছিলেন। Islamic Literature (লাহোর, পাকিস্তান), তর্জুমানুল হাদীস (ঢাকা), দৈনিক আজাদ (ঢাকা), مجلة المؤسسة الإسلامية (ইফাবা. ঢাকা), প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর ৩৩টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৮৪ সালের ২১ এপ্রিল শনিবার ভোর ৫-টায় বিনোদপুরস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।[৯৯]

৪. মাওলানা আহমাদুল্লাহ রহমানী : মাওলানা আহমাদুল্লাহ রহমানী বাংলা ১৩২৯ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠ (২৯ রামাযান) মুর্শিদাবাদের অদ্বতনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি পার্শ্ববর্তী ইসলামপুর গ্রামে মাওলানা নিযামুদ্দীনের কাছে আরবী ও ফার্সীর প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। এরপর পশ্চিম দিনাজপুর ও বর্ধমানের উড়িষ্যায় পড়াশুনা করার পর দিল্লীর রহমানিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি ভারতের খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম, তাফসীর ইবনে কাছীরের উর্দূ অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী প্রমুখের কাছে দরস গ্রহণ করেন। রহমানিয়া মাদরাসায় তিনি ড. আফতাব আহমাদ রহমানীর সহপাঠী ছিলেন। রহমানিয়া ও জামে'আ সালাফিয়া, বেনারস থেকে শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা ও সাদরদিঘী মাদরাসা, বিহারের আব্দুল্লাহপুর ও দিলালপুর এবং জামে'আ সালাফিয়া বেনারসে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন। ১৯৮০-২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ীতে মুহাদ্দিছ ও প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে কর্মরত ছিলেন। জীবনের দীর্ঘ সময় ব্যাপী তিনি ছহীহ বুখারীর দরস দেন। তিনি ২০০৮ সালের ২ মার্চ সকাল ৯-টায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার আলীনগরে নিজ বাসভবনে প্রায় ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[১০০]

৫. মাওলানা আব্দুল মুঈদ বেনারসী (আমীনুন নাহু ও আমীনুছ ছীগাহ গ্রন্থদ্বয়ের লেখক)। ৬. যায়নুল্লাহ তৈয়বপুরী ৭. 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল জলীল রহমানী (মৃঃ ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬) ৮. মুহাম্মাদ ইকবাল রহমানী ৯. মুহাম্মাদ আকিল রহমানী ১০. মুহাম্মাদ ইদরীস আযাদ রহমানী (মৃঃ ১৯৭৭ খৃঃ) ১১. আব্দুর রহীম বাস্তাবী ১২. মুহাম্মাদ যামান রহমানী ১৩. আব্দুস সালাম বাস্তাবী ১৪. মুহাম্মাদ খলীল রহমানী ১৫. হেকিম ওবায়দুল্লাহ রহমানী ১৬. আব্দুল কাইয়ূম বাস্তাবী ১৭. আহমাদুল্লাহ রহমানী দিলালপুরী ১৮. মুহাম্মাদ ইউসুফ রহমানী ১৯. আব্দুস সাত্তার রহমানী মালদহী ২০. মুহাম্মাদ মুসলিম রহমানী মালদহী (আব্দুল মতীন সালাফীর শিক্ষক) ২১. আব্দুল হাকীম মৌবী ২২. মুহাম্মাদ আবেদ রহমানী (জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত গ্রন্থের লেখক) ২৩. মাওলানা আব্দুল হাই আনোয়ারী রহমানী (মৃঃ ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯০; গ্রামঃ শেরকোল, পোঃ নাসিরগঞ্জ, থানাঃ বাগমারা, রাজশাহী) প্রমুখ।

[চলবে]

৯৯. *আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কর্তৃক ড. রহমানীর কাছ থেকে শ্রুত ও বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত তথ্য; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৬১; ড. মুহাম্মাদ শাহজাহান ও মো. শাহীদুর রহমান চৌধুরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : ইতিহাস ও প্রতিভা (রাজশাহী : ২০০৬), পৃঃ ১৬২-৬৪; বার্ষিক প্রতিবেদন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫-৮৬, পৃঃ ১১১।*

১০০. *সাপ্তাহিক আরাফাত, বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৩০, ১০ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ৭-৮।*

কসম! তুমি আমাদেরকে অপমানিত করলে।[১৩০] উল্লেখ্য [illegible] ইসলাম গ্রহণ [illegible]

ম নী ষী চ রি ত

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম

(৩য় কিস্তি)

সঊদী আরব গমন :

মাওলানা আহমাদ দেহলভী মসজিদে নববীর পার্শ্বে 'দারুল হাদীছ' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিরোধীরা সরকারের কাছে এ মাদরাসার ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করার কারণে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ মাদরাসাটি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আহমাদ দেহলভী 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'[১৩২] নেতৃবৃন্দকে এ বিষয়ে অবগত করান এবং মাদরাসাটি পুনরায় চালু করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করার অনুরোধ করেন। জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ মাদরাসাটি পুনরায় খোলার ব্যাপারে আলোচনার জন্য শায়খ খলীল আরব বিন মুহাম্মাদ আরব ও ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীকে প্রতিনিধি হিসাবে তৎকালীন সঊদী বাদশাহ আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭/২২ শা'বান ১৩৬৬ হিজরীতে তাঁরা সঊদী আরবের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ১৬ রামাযান রিয়াদে পৌঁছেন। সঊদী সরকারের পক্ষ থেকে জমঈয়তের প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানানো হয় এবং সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে তাদের থাকা-খাওয়া ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

১৬ রামাযান প্রতিনিধি দলটি সঊদী বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পান। বাদশাহ তাদের সঊদী আরব আগমনের কারণ জানতে চান। শায়খ খলীল আরব তাদের সঊদী আসার উদ্দেশ্য বাদশাহকে অবগত করালে বাদশাহ বলেন, মাদরাসার বিরুদ্ধে অভিযোগের স্তূপ জমা পড়েছে। অতঃপর বাদশাহ তৎক্ষণাৎ তায়েফের তদানীন্তন আমীর (পরবর্তীতে বাদশাহ) স্বীয় সন্তান ফায়ছালের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। মাদরাসা সংক্রান্ত ফাইল তার কাছে ছিল। বাদশাহ তাকে এ সংক্রান্ত ফাইল দ্রুত পাঠাতে বলেন। অবশেষে বাদশাহ উক্ত মাদরাসাটি পুনরায় খুলে দেয়ার ব্যাপারে সম্মত হন।

ঈদুল ফিতরের দিন প্রতিনিধি দলটি আমীর ফায়ছালের সাথে তায়েফে সাক্ষাৎ করেন। অনুরূপভাবে তাঁরা মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারত এবং সেখানকার বড় বড় শায়খদের সাথে সাক্ষাত করেন। দ্বিতীয় বার বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের সময় প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে বাদশাহকে 'তুহফাতুল আহওয়াযী' উপহার দেয়া হয়। ১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর (যুলকা'দা ১৩৬৬ হিঃ) প্রতিনিধি দলটি দেশে ফিরে আসে।

উল্লেখ্য, হজ্জের সময় নিকটবর্তী হওয়ায় বাদশাহ প্রতিনিধি দলকে হজ্জ করে দেশে ফেরার জন্য বললে ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, 'জমঈয়তে আহলেহাদীছের খরচে আমরা এখানে এসেছি। নিজেদের নয়। নিজেরা সামর্থ্য হ'লে আগামীতে হজ্জ আদায় করব ইনশাআল্লাহ'।[১৩৩]

জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন :

১৯৪৭ সালে রহমানিয়া মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেলে তিনি মুবারকপুরে ফিরে এসে 'মির'আতুল মাফাতীহ' রচনায় নিমগ্ন হন। এ সময় সঊদী আরব, পাকিস্তান ও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীছের দরস দানের জন্য তাঁর নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু তিনি সেসব প্রস্তাবে সাড়া দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং বস্তুগত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগ করে মিশকাতের উক্ত ভাষ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ সময় তাঁর দৈনন্দিন রুটিন ছিল এরূপ- ভোর ৩/৪ টার দিকে ঘুম থেকে উঠতেন। ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায়ের পর একটু হাঁটাহাঁটি করে নাশতার পর অধ্যয়ন এবং গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করতেন। যোহর পর্যন্ত এভাবে অবিরাম জ্ঞানসাগরে ডুবে থাকতেন। দুপুরে খাওয়ার পর আবার গবেষণার জগতে হারিয়ে যেতেন। এভাবে গভীর রাত পর্যন্ত লেখালেখি চলত। অত্যধিক অধ্যয়ন এবং পরিশ্রমের কারণে দুর্বলতা

---

১৩০. *আত-ত্বাবাকাত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৩, সনদ ছহীহ; হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪খ্রীঃ/১৪১৫হিঃ), পৃঃ ৩৫৮।*

১৩১. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৪।*

১৩২. *তখন জমঈয়তের নাম ছিল 'অল ইন্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'। ১৯৭০ সালের পর জমঈয়তের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'। বর্তমানে দিল্লীতে ৪১১৬ উর্দু বাজার 'আহলেহাদীছ মনযিল'-এ জমঈয়তের নিজস্ব ভবনে কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত। পাক্ষিক 'তারজুমান' এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। দ্র. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৬৮-৬৯; আরো বিস্তারিত জানার জন্য লগ অন করুন : www. ahlehadees.org ই-মেইল : Jamiatahlehadeeshind@ hotmail.com.*

১৩৩. *ফাওয়ায আব্দুল আযীয, শায়খুল হাদীছ ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী : হায়াত ওয়া খিদমাত ১/৬৪-৭৫; মির'আতুল মাফাতীহ ১/১০; মুহাদ্দিছ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, পৃঃ ১২-১৪; ছাওতুল উম্মাহ, খণ্ড ৪১, সংখ্যা ৪, এপ্রিল ২০০৯, পৃঃ ৩১-৩৩।*

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

অনুভব করলে কখনো কখনো দুপুরের খাবারের পর খানিক বিশ্রাম নিতেন।[১৩৪]

জামে'আ সালাফিয়ায় শিক্ষকতার প্রস্তাব :

১৯৬৩ সালে 'জামে'আ সালাফিয়া বেনারস' প্রতিষ্ঠিত হ'লে 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ' নেতৃবৃন্দ মুবারকপুরীকে সেখানে একটি বিষয়ের জন্য হ'লেও শিক্ষকতা করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে শিক্ষকতার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে না পারার আশংকায় তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। ১৯৬৫ সালে আব্দুস সালাম রহমানীকে লেখা এক পত্রে তিনি বলেন, 'সর্বাবস্থায় আমি সহস্র বার আল্লাহ্র প্রশংসা করি। আমি স্বীকার করতে মোটেই কুণ্ঠিত হচ্ছি না যে, ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে একটি বিষয়ের জন্য হ'লেও পাঠদানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা এবং বাড়ী থেকে দূরে অবস্থান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়'।[১৩৫]

১৯৬৬ সালেও জামে'আ সালাফিয়ার দায়িত্বশীলদের এক মিটিংয়ে মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব আরাভী মুবারকপুরীকে সেখানে প্রত্যেক দিন ছহীহ বুখারীর দরস দেয়ার জন্য অন্তত এক ঘণ্টা ক্লাশ নিতে বলেন। তখন মুবারকপুরী জবাব দেন, 'আমি আপনার ছাত্রত্ব গ্রহণ করে ধন্য ও গর্বিত। আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মতো দুঃসাহস আমার নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, আমি রোগাক্রান্ত হবার কারণে ছহীহ বুখারী পড়ানোর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হব না। আর আমি আশংকা করি যে, এজন্য আল্লাহ্র কাছে খিয়ানতকারী হিসাবে পরিগণিত হব। একথা বলার পর তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়।[১৩৬]

অনেকের কাছে হয়তো ব্যাপারটি অন্য রকম ঠেকতে পারে। কিন্তু পাঠদানের জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন, সেদিকে লক্ষ্য করলে তার উক্ত অনুরোধে সাড়া না দেয়ার কারণ সহজেই অনুমেয়। যেমন তিনি বলতেন, 'শিক্ষকতার দিনগুলিতে পাঠদানের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য এতই পরিশ্রম করতাম যে, অনেক সময় আমাদের ওযন কমে যেত এবং মুখমণ্ডল হলুদ হয়ে যেত'। তিনি আরো বলতেন, 'ফজরের আযান হওয়া পর্যন্ত অনেক সময় পাঠ দানের প্রস্তুতি গ্রহণ করতাম। অতঃপর ছালাতের পর পরই দরস শুরু করতাম'।[১৩৭]

হজ্জ আদায় :

মুবারকপুরী (রহঃ) জীবনে মোট তিনবার হজ্জ আদায় করেন। প্রথমবার ১৩৭৫ হিঃ/১৯৫৬ সালে। এ যাত্রায় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন ড. রিযাউল্লাহ মুবারকপুরীর বাবা আলহাজ মুহাম্মাদ ইদরীস।[১৩৮] দ্বিতীয়বার ১৩৮৩ হিঃ/১৯৬৩ সালে তিনি স্ত্রীসহ বদলী হজ্জ আদায় করেন।[১৩৯] ১৩৯১ হিঃ/১৯৭২ সালে তিনি 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভীর[১৪০] সাথে বদলী হজ্জ আদায় করেন।

বিশ্ববরেণ্য দুই আহলেহাদীছ আলেমের মহামিলন :

১৯৭২ সালে শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-২/১০/১৯৯৯) ও ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) দু'জনেই হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী মিনা-তে শায়খ আলবানীর তাঁবুতে মুবারকপুরীকে নিয়ে যান। পরিচয় করিয়ে দেয়ার সাথে সাথে আলবানী তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। মুখতার আহমাদ নাদভী (১৯৩০-২০০৭) বলেন, 'ইসলামী দুনিয়ার এই দুই শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছের সেই মহামিলন দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলের সেদিন আনন্দে চোখে পানি এসে গিয়েছিল'।[১৪১]

মুবারকপুরীর জীবনের বিভিন্ন দিক :

অল্পে তুষ্টি : রহমানিয়া মাদরাসায় তিনি ১০০ রূপী বেতনে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। পরে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ২৫ রূপী বেতন বাড়াতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ না করে জানান, ১০০ রূপীই তার জন্য যথেষ্ট। অতিরিক্ত অংকের কোন প্রয়োজন নেই।[১৪২] মির'আতুল মাফাতীহ রচনার জন্য তার

---

১৩৪. *আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৫।*
১৩৫. *মাকাতীবে হযরত শায়খুল হাদীছ, পৃঃ ৫৬, পত্র নং- ৩০, তাং ২৬/৮/১৯৬৫।*
১৩৬. *মুহাদ্দিছ, জানু-ফেব্রুঃ '৯৭, পৃঃ ৩০৮।*
১৩৭. *ঐ, পৃঃ ২৩১।*
১৩৮. *আল-বালাগ, জুলাই ১৯৯৪, পৃঃ ৪১-৪২।*
১৩৯. *মুহাদ্দিছ, জানু-ফেব্রুঃ '৯৭, পৃঃ ১৯৭।*
১৪০. *ভারতের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা মুখতার আহমাদ বিন আলহাজ যমীর আহমাদ উত্তর প্রদেশের আযমগড় যেলার মৌনাথভঞ্জন নগরীতে ১৯৩০ সালে আহলেহাদীছ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় 'দারুল উলূম' মাদরাসায় তাঁর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু হয়। এরপর 'জামে'আ আলিয়া আরাবিয়া, মৌ', 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' ও 'নাদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্ণৌ এবং 'জামে'আ ইসলামিয়া ফয়যে আম' মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। শেষোক্ত মাদরাসা থেকে তিনি ফারেগ হন। কলকাতার একটি মসজিদে ইমামতির মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে তিনি মুম্বায়ে এসে বসতি গাড়েন। তিনি জামে'আ সালাফিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর আমীর ছিলেন। তিনি জামে'আ মুহাম্মাদিয়া, মুহাম্মাদী কল্যাণ ট্রাষ্ট, বিহারী প্রেস, আদ-দারুস সালাফিয়া এবং দারুল মা'আরিফ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৭ বছর বয়সে তিনি ২০০৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রঃ সাপ্তাহিক আল-ফুরকান, কুয়েত, সংখ্যা ৪৬১, ২৪/৯/২০০৭, পৃঃ ১৯; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ৩৩১-৩২।*
১৪১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, মাসিক আত-তাহরীক, বর্ষ ৩, সংখ্যা ৩, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃঃ ৩১।*
১৪২. *মুহাদ্দিছ, জানু-ফেব্রুঃ '৯৭, পৃঃ ১৯৬।*

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

মাসিক সম্মানী ভাতা নির্ধারণ করা হয় ১৫০ রূপী। কিন্তু ১২৫ রূপী যথেষ্ট বলে তিনি জানান।[১৪৩] উল্লেখ্য, এ সামান্য টাকা দিয়েই তিনি পরিবারের ও কয়েকজন ইয়াতীমের খরচ যোগাতেন।[১৪৪] *[চলবে]*

কবিতা

মাহে রামাযান

-মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
শিক্ষক (অবঃ), শিবগঞ্জ, বগুড়া।

বছর ঘুরিয়া আসিল ফিরিয়া পাক মাহে রামাযান,
ফযীলতের মাস পাপ মোচনের মাস মহিমান্বিত রামাযান।
ছিয়াম সাধনা মনের আরাধনা যে করিবে যত দান,
এক দানের বিনিময়ে সত্তর গুণ ছওয়াব পাপ হ'তে পরিত্রাণ।
ছিয়াম রাখিবে কাউকে না বকিবে খাবে হালাল খাদ্য,
করিবে না পাপ ডাকুক যত বাপ বাজাবে না সখের বাদ্য।
রাগিবে না রাগে শত্রুর বাগে বলিবে ভাই ভাই,
নম্র স্বরে সকলের তরে বলিবে কথা ঝগড়া-ঝাটি নাই।
ইসলাম হ'ল শান্তি চায় না অশান্তি করে সত্যের গুণগান,
আল্লাহ্‌র দরবারে চাই ক্ষমা করজোড়ে সুখে ভাসুক প্রাণ।
হে রামাযান মাহে রামাযান তোমাকে হাযার সালাম,
সারা মাস ধরে মনের মত করে পাঠ করি পাক কালাম।
থেকে ছিয়াম অনাহারে ভাবি সদা পরপারে হবে কি গো ঠাঁই?
চাই শুধু ক্ষমা পুণ্য করে জমা জান্নাতে যেতে চাই।
পবিত্র মাস সাধনার মাস করিলে অবহেলা
ঠকিবে জীবনে পাবে না মরণে পুণ্যের সূর্য বেলা।
ছিয়াম-ছালাত আগে মনে যদি জাগে করিও কাজ পরে,
ইচ্ছাই যথেষ্ট মনের সন্তুষ্ট যেতে আল্লাহ্‌র ঘরে।
রামাযান মাসে আরো তবে পাবে শবে ক্বদরের রাত,
চাইবে যত পাইবে তত, উপার্জন করিবে বারাত।
শোন মুমিন ভাই বলে শুধু যাই কর আল্লাহ্‌র কাজ,
পাইবে সুফল পুণ্যের ফসল মাথায় উঠিবে তাজ।
হে মহান আল্লাহ নেই মোর পাল্লা, পাপী আমি বড় পাপী,
ক্ষমা করো মোরে নাই কেউ ঘরে শুধু তুমিই অন্তর্যামী।

***

আত্মশুদ্ধির ছিয়াম

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আত্মশুদ্ধির ছিয়াম
আপন করে কাছে নিলাম,
ইবাদত আর বন্দেগীতে
ছিলাম যে মশগূল,
পুলছিরাত পার করিও
হে মহান রাব্বুল॥
আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর অটল
কভু ধরতে দেইনি ফাটল,
রাসূল তুমি রবের কাছে
কইরো শাফা'আত!
দিন-রজনী আমি তাঁরই
করব ইবাদত।
ধনী গরীব সবাই মিলে
চলরে চল ঈদ গাহেতে...
মিলন মেলায় মিলব সবাই
ধ্বংসিব অহংকার,
ঘরে ঘরে সুখ-আনন্দ
দিল উপহার॥

***

ক্বদরের রাতে

-ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাপ উদ্দীন মিয়া
ওসমানপুর বাজার, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

জীবনের যত পুঞ্জীভূত পাপ
সঞ্চিত অপরাধ
ছগীরা কবীরা যাহেরী বাতেনী
শিরক ও বিদ'আত।
নাই হেন পাপ করিনি আমি
নফসের দাস সাজি
এ মহা রাতে নাজাতের আশে
স্বীকার করিনু আজি,
তোমার বারতা ক্বদরের রাতে
পাপী তাপী গুনাহগারে
ক্ষমা ও নাজাত দানিবে তুমি
রহম ও করুণা করে।
আমি গুনাহগার তুমি গাফ্‌ফার
রহীম ও রহমান
পথহারা যত পাপী গুনাহগারে
করগো নাজাত দান।

***

বছরের শ্রেষ্ঠ রজনী

-শাপলা
বিরামপুর, দিনাজপুর।

বছরের শ্রেষ্ঠ আছে এক রজনী
এ রাত পাই রামাযান আসে যখনি।
রামাযানের শেষের দশ
বেজোড় সংখ্যার মাঝে তাকে করি তালাশ।
'লায়লাতুল ক্বদর' এই রাতের নাম
রাত জেগে দেই প্রভুকে এই রাতের দাম।
সেই জন পাবে এ রাতে অনন্ত ছওয়াব
যার হৃদয়ে নেই আল্লাহ্‌র প্রেমের বিন্দুমাত্র অভাব।
ভালবেসে শ্রদ্ধাভরে এ নিশিকে করি গ্রহণ
ছালাত আর কুরআন পড়ে তাকে করি বরণ।
পালন করে এ রাতকে বিশ্বের সব মুসলিম জাতি

১৪৩. *ঐ, পৃঃ ১১৭, ২১৮।*
১৪৪. *ছাওতুল উম্মাহ, বর্ষ ৪১, সংখ্যা ৩, মার্চ '০৯, পৃঃ ৩১।*

http://islaminonesite.wordpress.com

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম

(৪র্থ কিস্তি)

লোভহীনতা : ধর্মীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য মুবারকপুরী (রহঃ)-এর কাছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দাওয়াত আসত। সাধ্যানুযায়ী তিনি সেসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হ'তেন। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদেরকে আয়োজকরা পথখরচ ও সম্মানী দিতেন। কিন্তু মুবারকপুরী কখনো সম্মানী গ্রহণ করতেন না। পথখরচও অনেক সময় নিতে চাইতেন না। তবে কখনো কখনো নিতে বাধ্য হ'লে কর্মস্থলে ফিরে এসে অতিরিক্ত অর্থ কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠাতেন।[৭২]

তদীয় ছাত্র, নেপালের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আব্দুর রউফ ঝাণ্ডানগরী বলেন, 'আমার বাবা শায়খ মুবারকপুরীকে সিরাজুল উলূম মাদরাসা (ঝাণ্ডানগর, নেপাল) পরিদর্শনের জন্য দাওয়াত দেন এবং আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ও মুহাম্মাদ মুনীর খানের মৃত্যুর পর মাদরাসার তত্ত্বাবধান করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং একাই সেখানে যান। ফেরার সময় বাবা তাঁকে পথখরচ দিতে চান। কিন্তু তাঁর হাতে দেয়ার সাহস না পেয়ে দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লীর ঠিকানায় তাঁর নামে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি টাকা ফেরত পাঠান এবং গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন'।[৭৩]

একবার এ্যাডভোকেট আদীল আব্বাসী বাস্তী নগরীতে একটি ধর্মীয় ও শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেন। দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ সে সম্মেলনে উপস্থিত হন। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)ও এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে পথখরচ দিতে চাইলে তিনি তা নিতে অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, 'এই সম্মেলন আয়োজনের জন্য আপনারা প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন। নিজ খরচে এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আপনাদেরকে সহযোগিতা করা কী আমাদের দায়িত্ব নয়'?[৭৪]

মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন আছারী মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া, নি'মতপুরের শিক্ষক থাকাকালে ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী মাদরাসাটি পরিদর্শনে যান। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন জামে'আ সালাফিয়া, বেনারসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' মাওলানা নাযীর আহমাদ রহমানী (১৯০৬-১৯৬৫) ও আলহাজ আব্দুস সালাম মুবারকপুরী। তিনি (মুবারকপুরী) সেখানে দাওয়াতী প্রোগ্রামে বক্তব্য দেন। বিদায়লগ্নে মুবারকপুরীকে হাদিয়া স্বরূপ আম ও পথখরচ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি কোনটিই গ্রহণ করেননি। দিল্লী পৌঁছার পর মাওলানা আছারীকে একটি পত্র লিখে মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উক্ত পত্রে তিনি বলেন, 'হাদিয়া ও টিকিট গ্রহণ না করার জন্য আলহাজ আব্দুল্লাহ ও নূরে এলাহী যেন মনঃকষ্ট না পান। শাশহানিয়ার অনুষ্ঠানে আব্দুল জলীল পথখরচ ও সম্মানী এবং তুলসীপুর অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ শফী খান দ্বিগুণ পথখরচ দিতে চাইলেও আমার মন তা গ্রহণ করতে সায় দেয়নি। তা গ্রহণ না করে আমি মানসিক প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ করছি। আশা করি ভবিষ্যতেও আল্লাহ আমাদেরকে এথেকে রক্ষা করবেন এবং প্রত্যেক আলেমকে এরূপ মনোবৃত্তি পোষণের তাওফীক্ব দান করবেন'।[৭৫]

বিনয়-নম্রতা : মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য মুবারকপুরীর কাছে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসত। এতে 'মির'আত' রচনায় ব্যাঘাত ঘটতে দেখে জামে'আ সালাফিয়া, বেনারসের শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ রাঈস নাদভী (১৯৩৭-২০০৯) সাক্ষাৎকারীদের জন্য সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে মুবারকপুরীকে প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আগন্তুক ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্য সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করা ইসলামী শরী'আত অনুমোদন করে না। বিশেষ করে যারা ইলমী, দ্বীনী ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য আসে তাদের জন্য। সফরের কষ্ট স্বীকার করে তাদের অনেকেই দূর-দূরান্ত থেকে আসে। কাজেই শরী'আত তা অনুমোদন করে না এবং ইসলামী চরিত্র তা বৈধ করে না। এটি মানবিকতারও পরিপন্থী। আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের জীবনে এর দৃষ্টান্ত আমরা পাইনি'।[৭৬]

অতিথিপরায়ণতা : মাওলানা আবুল বারাকাত বলেন, 'আমার বাবা মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া একবার মুবারকপুরীর সাথে দেখা করার জন্য তাঁর বাড়ীতে যান। তখন ছিল সন্ধ্যাবেলা। ঐ সময় বাজারে গোশত পাওয়া না

৭২. *ছাওতুল উম্মাহ, মার্চ '০৯, পৃঃ ৩২।*
৭৩. *মুহাদ্দিছ, জানু-ফেব্রুঃ '৯৭, পৃঃ ১৯৫-৯৬।*
৭৪. *ঐ, পৃঃ ১৯৫-১৯৬।*
৭৫. *মাকাতীবে রহমানী, পৃঃ ৩৫-৩৬, পত্র নং-৪, তাং-৫ রজব ১৩৬৫ হিঃ।*
৭৬. *মুহাদ্দিছ, জানু-ফেব্রুঃ '৯৭, পৃঃ ২৫১-৫২।*

যাওয়ায় তিনি বাড়ির একটি দুগ্ধবতী ছাগল যবেহ করে তার মেহমানদারী করেন'।[৭৭]

মুবারকপুরীর জামাই মুহাম্মাদ ফারূক আযমী বলেন, 'তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং নম্র-ভদ্র ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে প্রায় সব সময় মেহমানের আনাগোনা থাকত। দূর ও কাছের লোকেরা দ্বীনী বিষয়াবলী জানা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁর কাছে আসত। এতে গবেষণাকর্মে ব্যাঘাত ঘটলেও তাঁর কপালে কখনো ভাঁজ পড়ত না। আগন্তুকদের খবরাখবর জিজ্ঞেস করতেন। সাধ্যানুযায়ী তাদের খাতির-যত্ন ও আপ্যায়ন করতেন। তাঁর এই সুন্দর গুণ এবং অতিথিপরায়ণতা মানুষের মনে গেঁথে যেত এবং যে কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসত অথবা তার মেহমান হ'ত, সে মনে করত, মুবারকপুরীর সব ভালবাসা, খাতির-যত্ন এবং সৌজন্যবোধ বুঝি তার জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁর এই উন্নত চরিত্র-মাধুর্যের কথা সবাই স্বীকার করত'।[৭৮]

আল্লাহভীরুতা : আত্মপ্রশংসা, আত্মপ্রকাশ ও আত্মগর্ব থেকে তিনি সর্বদা বিরত থাকতেন। আল্লাহভীরুতা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছের প্রতিচ্ছবি ছিলেন তিনি।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ، وَثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ □ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ : فَتَقْوَى اللهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِى الرِّضَى وَالسَّخَطِ، وَالْقَصْدُ فِى الْغِنَى وَالْفَقْرِ. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ : فَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَهِىَ أَشَدُّهُنَّ.

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি জিনিস মুক্তিদানকারী এবং তিনটি জিনিস ধ্বংসসাধনকারী। মুক্তিদানকারী জিনিসগুলি হ'ল- প্রকাশ্যে ও গোপনে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে ভয় করা। খুশী ও অখুশী উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা এবং ধনাঢ্যতা ও দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসসাধনকারী জিনিসগুলি হ'ল- প্রবৃত্তিপূজারী হওয়া, লোভ-লালসার দাস হওয়া এবং আত্মগর্বী হওয়া। আর এটিই হ'ল সর্বাপেক্ষা জঘন্য'।[৭৯]

একবার তিনি সিদ্ধার্থনগর যেলার ইউসুফপুরে অবস্থিত দারুল হুদা মাদরাসা পরিদর্শনে গেলে কবি হায়রাত বাস্তাবী ও আমজাদ নেপালী তাঁর প্রশংসায় কয়েক ছত্র কবিতা আবৃত্তি করেন। তাদের কবিতা পাঠের পর মুবারকপুরী বলেন, 'তোমরা ভাল কবিতা রচনা করতে পার। তবে তোমরা আমার এমন প্রশংসা করেছ, যার যোগ্য আমি নই। তোমরা আমার প্রশংসা করছিলে আর আমার মন ডুকরে কেঁদে উঠছিল। একথা বলার পর তার চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে।[৮০]

অনেকে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে লেখার জন্য তাঁর কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি এতে সাড়া দেননি।[৮১]

সহজ-সরল জীবন যাপন : তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। বিলাসিতা ও আড়ম্বরতা তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। মুহাম্মাদ ফারূক আযমী বলেন, 'তিনি সালাফে ছালেহীনের পূত-পবিত্র জীবনের নমুনা ছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হ'ত যে, সালাফে ছালেহীনও এভাবে দুনিয়াতে থেকেও দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে জীবন-যাপন করতেন'।[৮২]

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর পিএইচ.ডি থিসিসের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ৫২ দিনের দক্ষিণ এশিয়া সফরের ৩৬ দিন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করেন। ১০ জানুয়ারী '৮৯-তে তিনি ভারতের বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিছ আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ীতে যান। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন জামে'আ সালাফিয়া, বেনারসের তৎকালীন ছাত্র বেলাল হোসায়েন (বর্তমানে জয়পুরহাটের বানিয়াপাড়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ ড. বেলাল হোসায়েন)। ড. গালিব মুবারকপুরীর সাথে সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'মাগরিবের বেশ কিছু পরে আমরা তাঁর বাড়ীতে পৌঁছি। ছিমছাম ছোট

৭৭. *ঐ, পৃঃ ৭৯, ২০০-২০১।*
৭৮. *আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৬।*
৭৯. *শু'আবুল ঈমান ১/৪৭১, হা/৭৪৫, ৫/৪৫২-৫৩, হা/৭২৫২; মিশকাত হা/৫১২২, হাদীছ হাসান, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ।*
৮০. *মুহাদ্দিছ, জানু-ফেব্রুঃ '৯৭, পৃঃ ২০৫।*
৮১. *ছাওতুল উম্মাহ, মার্চ '০৯, পৃঃ ৩৬।*
৮২. *আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৬।*

বাড়ী। মানুষজন নেই। মনে হ'ল মাওলানা একাই বাড়ীতে। নামকরা শহর হ'লেও আমরা বিদ্যুৎ দেখিনি। ছোট গোল চিমনীর হারিকেন হাতে নিয়ে এসে মাওলানা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ঘরে বসালেন। চেয়ার-টেবিল নয়। মেঝেতে পাতানো বিছানায় হারিকেন সামনে রেখে মুখোমুখি আলোচনা হ'ল অনেকগুলি বিষয়ে। আলোচনা শেষে হালকা নাশতা-পানি। উনি বেরিয়ে উঠানে গেলেন আরেকটি হারিকেন নিয়ে। বেলাল ছুটে গেল, আমিও উঠে দাঁড়ালাম। উনি এক হাতে টিউবওয়েল চাপছেন, অন্য হাতে পানির জগ। কোন মতেই বেলালকে চাপতে দিলেন না। বললেন, আপ কিউঁ যাহমাত করেঙ্গে। আপ মেহমান হ্যঁয় (আপনারা কেন কষ্ট করবেন? আপনারা মেহমান)। অথচ আমরা তাঁর ছাত্র হবারও যোগ্য নই। কতবড় উদার হৃদয়ের মানুষ। শেষনবীর সত্যিকারের ওয়ারেছ একজন কথা ও কর্মের আপাদমস্তক আহলেহাদীছ বিদ্বানকে সে রাতে দেখেছিলাম হারিকেনের স্বল্প আলোয়। যা কোনদিনও ভুলবার নয়। অথচ তাঁর 'মির'আতুল মাফাতীহ' ছেপে বিক্রি করে অনেক আলেম কোটিপতি বনে গেছেন ও বড় বাণিজ্যিক শহরে গাড়ী-বাড়ীর মালিক হয়েছেন। এই নিরহংকার জ্বলন্ত প্রতিভার কোন মূল্য সমাজ দেয়নি'।[৮৩]

অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর মূর্তপ্রতীক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ. وَعُدَّ نَفْسَكَ فِىْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ.

'মুসাফির অথবা পথ অতিক্রমকারীর ন্যায় তুমি দুনিয়াতে অবস্থান করবে এবং নিজেকে (সর্বদা) কবরবাসী মনে করবে'।[৮৪]

বক্তব্যের প্রভাব : তাঁর বক্তব্য জনগণের মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করত। তাঁর মজলিসে যে বসত তার ঈমান শাণিত হ'ত। তিনি শ্রোতাদের স্তর ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতঃ এত সুন্দরভাবে বক্তব্য দিতেন যে, প্রত্যেক শ্রোতা মনে করত তার কল্যাণের জন্যই বুঝি তিনি নছীহত করছেন। এতে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত সকলের মন ছুঁয়ে যেত।[৮৫]

একবার হজ্জের মওসুমে আরাফার দিনে আরাফাত ময়দানে তাঁর উপস্থিতির কথা জানতে পেরে লোকজন সেখানে জড়ো হয়। তাদের মধ্যে ওলামায়ে কেরাম যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন ছাত্ররা। তারা মুবারকপুরীর বক্তৃতা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাদের আগ্রহের প্রেক্ষিতে মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী তাঁকে বক্তব্য দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু নাদভী জোরাজুরি করলে তিনি বলতে শুরু করেন, 'আমি বিশ্বাস করি না যে, উপস্থিত কেউ আমার চেয়ে বেশী তওবা-ইস্তেগফারের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্র রহমত নাযিল ও মাগফিরাত লাভের এই মূল্যবান সময়ে আমি নিজেকে বক্তব্য ও দরস প্রদানের যোগ্য নয় বলে বিবেচনা করি। মানুষদের উচিত তাদের পাপের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্র কাছে খাঁটি তওবা করা এবং মহান প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিনকে স্মরণ করা। কারণ শুধু বক্তৃতা শোনা ও দো'আর শেষে আমীন বলা যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না প্রকৃত তওবা, আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাওয়া ও তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করা হবে। হে আলেম সমাজ! আপনাদের জন্য আল্লাহ্র এ বাণীই যথেষ্ট।

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে' *(ফাতির ৩৫/২৮)*।

উপস্থিতিদের মাঝে তাঁর এ বক্তব্য দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রত্যেকের চোখ হয়ে উঠেছিল অশ্রুসজল।[৮৬]

বই সংগ্রহে আগ্রহ : বই ক্রয়ের প্রতি মুবারকপুরীর দারুণ আগ্রহ ছিল। কোন প্রয়োজনীয় বই পেলে তিনি সংগ্রহের চেষ্টা করতেন। অনেক সময় মূল্যবান বই কেনার আগ্রহ থাকলেও অর্থাভাবের কারণে তা কিনতে পারতন না। ১৯৬৫ সালে লিখিত এক পত্রে আব্দুস সালাম রহমানী তাঁকে المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى গ্রন্থের কথা জানান। বইটির কথা জানার পর তা সংগ্রহের জন্য তাঁর আগ্রহ বেড়ে যায়। তখন বইটির দাম ছিল ১০০০ রূপী। এত বেশী টাকা দিয়ে তার পক্ষে এ বই কেনা সম্ভব ছিল না। এক পত্রে তিনি আব্দুস সালাম রহমানীকে এ সম্পর্কে জানান, 'আল-মু'জামুল মুফাহরাস' আমাদের মতো মানুষের পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। আমাদের পরিচিতও এমন কেউ নেই, যে এই বইয়ের জন্য একবারে ১০০০ রূপী পরিশোধ করতে পারেন। তাই এথেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই। হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য এটি ক্রয়ের পথ সহজ করে দাও'।[৮৭] *[চলবে]*

---

৮৩. *তথ্য : ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, তাং ১২/০৮/২০১০ইং।*

৮৪. *বুখারী হা/৬৪১৬ 'রিকাক' অধ্যায়; তিরমিযী হা/২৩৩৩; ইবনু মাজাহ হা/৪১১৪; সিলসিলা ছহীহা ৩/১৪৭-৪৮, হা/১১৫৭; মিশকাত হা/১৬০৪ 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃত্যু কামনা ও তার কথা স্মরণ করা' অনুচ্ছেদ, ঐ হা/৫২৭৪ 'রিকাক' অধ্যায়, 'আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা পোষণ' অনুচ্ছেদ।*

৮৫. *আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৬।*

৮৬. *ঐ, ফেব্রুয়ারী '৯৪, পৃঃ ১৭-১৮।*

৮৭. *মাকাতীবে হযরত শায়খুল হাদীছ, পৃঃ ৫৮-৫৯, পত্র নং- ৩২, তাং- ২২/১০/৬৫।*

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

গীবত থেকে বেঁচে থাকা : মুবারকপুরী (রহঃ) সর্বদা গীবত থেকে বেঁচে থাকতেন। তাঁর যবান কখনও কোন ব্যক্তির গীবতের দ্বারা কলুষিত হয়নি। তাঁর যবান দ্বারা উপস্থিত বা অনুপস্থিত কোন ব্যক্তি যেন কোনভাবেই কষ্ট না পায় সেদিকে তিনি পূর্ণমাত্রায় খেয়াল রাখতেন।[১১৫]

হিন্দুকে সহযোগিতা : সীমিত আয় সত্ত্বেও তাঁর দানের হাত কুণ্ঠিত নয় বরং প্রশস্ত ছিল। কোন অমুসলিম ব্যক্তিও তাঁর নিকটে আসলে তাকে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে সহযোগিতা করতেন। মুবারকপুরীর জামাই মুহাম্মাদ ফারূক আযমী বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি মুবারকপুরী (রহঃ)-এর নিকট আছর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময় অবস্থান করছিলেন। কঠিন গরমের সময়। বিদ্যুৎ ছিল না। মুবারকপুরী (রহঃ) বাড়ির আঙ্গিনায় গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করছিলেন। ইত্যবসরে এক বিপদগ্রস্ত হিন্দু বলল, 'মাওলানা ছাহেব বাড়িতে আছেন'? তিনি 'এসো' বলে তার প্রশ্নের জবাব দিলেন। সে বাড়িতে প্রবেশ করে আদবের সাথে এক জায়গায় বসে বিভিন্ন কথা বলতে লাগল। ঐ সময় তিনি উঠে গিয়ে কিছু টাকা নিয়ে এসে চুপিসারে তার হাতে গুঁজে দিলেন। লোকটি চলে যাবার পর তার পরিচয় জানতে চাইলে শুধু বললেন, একজন বিপদগ্রস্ত হিন্দু। এর বেশী কিছু বলতে চাইলেন না।[১১৬]

ইলমে হাদীছে অবদান :

দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় দীর্ঘ বিশ বছর মুবারকপুরী (রহঃ) বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করলেও হাদীছ ছিল তাঁর প্রিয় সাবজেক্ট। এ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আবূদাঊদ, মুওয়াত্ত্বা মালেক, বুলূগুল মারাম প্রভৃতি হাদীছগ্রন্থ দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে পাঠ দান করে ইলমে হাদীছের খিদমত আঞ্জাম দেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় মাদরাসাটি বন্ধ হয়ে গেলে তিনি জন্মভূমি মুবারকপুরে চলে এসে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এ সময় হাফেয মুহাম্মাদ যাকারিয়া লায়েলপুরী (মৃঃ ১৯৪৯ খৃঃ) তাঁকে মিশকাতের ব্যাখ্যা রচনার প্রস্তাব দিলে তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করেন। 'মির'আতে'র ভূমিকায় এদিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, إن بعض الإخوان سألنى أن أعلق له شرحا لطيفا على مشكوة المصابيح للشيخ ولى الدين أبى عبد الله محمد بن عبـــد الله الخطيب العمرى التبريزى، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة بـــه. 'শায়খ অলীউদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খাতীব আল-উমরী আত-তাবরীযীর মিশকাতুল মাছাবীহ-এর একটি সুন্দর ব্যাখ্যা লেখার জন্য জনৈক ভাই আমাকে অনুরোধ করলে (মুসলিম উম্মাহ্র) কল্যাণচিন্তায় আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই।[১১৭]

উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার পর 'মির'আত' রচনা তাঁর জ্ঞানগবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। ফলে নিশিদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় كتاب المناسك এর শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা সমাপ্ত করে যেতে সক্ষম হন। এ কাজে মাওলানা মুহাম্মাদ বাকের এর নির্দেশ এবং মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীর (১৯০৯-১৯৮৭) অনুপ্রেরণা তাঁকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছে। এটি ৯ খণ্ডে জামে'আ সালাফিয়া বেনারস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এর ১ম খণ্ডটি সর্বপ্রথম মাওলানা ভূজিয়ানীর 'আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়া' (লাহোর, পাকিস্তান) থেকে প্রকাশিত হয়।[১১৮]

ইতিপূর্বে অনেকেই মিশকাতের ভাষ্য লিখলেও 'ফিকহুল হাদীছ' বা হাদীছ ভিত্তিক বিস্তৃত ব্যাখ্যা এটিই প্রথম। অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে গ্রন্থটি আলেম সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। নিম্নে এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হ'ল-

১. ব্যাখ্যাকার মুবারকপুরী (রহঃ) প্রত্যেক হাদীছের পৃথক পৃথক নম্বর দিয়েছেন যাতে মিশকাতের সঠিক হাদীছ সংখ্যা সম্পর্কে পাঠক অবগত হতে পারে। পাশাপাশি বন্ধনীর মাঝে প্রত্যেক অনুচ্ছেদের হাদীছের পৃথক নম্বর দিয়েছেন, যাতে তা মূল হাদীছ নম্বরের সাথে মিলে না যায় এবং প্রত্যেক অনুচ্ছেদে সংকলিত হাদীছ সংখ্যা সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়।

২. তিনি প্রত্যেক খণ্ডের চারটি করে সূচী তৈরী করেছেন। (ক) প্রথমটি মিশকাতের মূল অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদ সম্পর্কিত। (খ) দ্বিতীয়টিতে হাদীছ ও তার ভাষ্যের সূচী (অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, হাদীছ নম্বর, ভাষ্যের শিরোনাম ও পৃষ্ঠা নম্বর সহ)। (গ) তৃতীয়টিতে যেসব ছাহাবী, তাবেঈন এবং মুহাদ্দিছীনে কেরামের বর্ণনা ও উল্লেখ মিশকাতে রয়েছে তাদের নাম। (ঘ) চতুর্থটিতে আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে মিশকাতে আলোচিত স্থান সমূহের নাম রয়েছে।

৩. ছাহাবী, তাবেঈন ও অন্যদের জীবনী ও স্থান পরিচিতি প্রয়োজন অনুযায়ী সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঐ সকল মনীষীর ও স্থানের নাম মিশকাতের প্রথম যে জায়গায় এসেছে, সেখানে তাদের জীবনী ও স্থান পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী হাদীছের বিস্তৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

১১৫. *আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৬।*
১১৬. *ঐ, পৃঃ ৩৫।*
১১৭. *মির'আত ১/১।*
১১৮. *মির'আত ১/৭, ১০, ৯/৩৮৬; তারজুমানুল হাদীছ, ফয়ছালাবাদ, পাকিস্তান, খণ্ড ৩১, সংখ্যা ১২, ডিসেম্বর '৯৮, পৃঃ ৪৩।*

৫. হাদীছের বিভিন্ন ভাষ্য ও টীকা-টিপ্পনীতে আহলেহাদীছদের উপর মুকাল্লিদদের আরোপিত ভ্রান্ত অপবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে।

৬. মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোতে ফকীহগণের মতামত তাদের দলীল সহ উল্লেখ করা হয়েছে। সাথে সাথে দলীলের আলোকে যে মতটি ব্যাখ্যাকারের নিকট অধিক গ্রহণীয় তা উল্লেখ করতঃ অন্যদের পেশকৃত দলীলগুলোর জবাব দেয়া হয়েছে।

৭. বিস্তারিত আলোচনা করলে পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক হ'তে পারে ভেবে কতিপয় মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা আলোচনা করার সময় হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থ, ভাষ্য ও ফিকহের গ্রন্থাবলীর নাম পৃষ্ঠা সহ উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আগ্রহীদের জন্য সহজ হয়।

৮. মিশকাতের সংকলক প্রথম ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ছহীহায়ন (বুখারী ও মুসলিম) বা এর যে কোন একটির যে সকল হাদীছ উল্লেখ করেছেন, সেগুলো আর কোন্ কোন্ মুহাদ্দিছ কোথায় সংকলন করেছেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মিশকাতের 'ঈমান' অধ্যায়ের প্রথম হাদীছটির (মুসলিম) ব্যাখ্যা শেষে ভাষ্যকার বলেন, وحديث عمر هذا أخرجه أيضا أحمد وأبو داود فى السنة والترمذى والنسائى فى الإيمان وابن ماجه فى السنة وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان وغيرهم، وفى الباب عن غير واحد من الصحابة. 'ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীছটি অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ, আবূ দাঊদ সুন্নাহ অধ্যায়ে, তিরমিযী ও নাসাঈ ঈমান অধ্যায়ে, ইবনু মাজাহ সুন্নাহ অধ্যায়ে, ইবনু খুযায়মা, আবূ আওয়ানা, ইবনু হিব্বান প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে একাধিক ছাহাবীর বর্ণনা রয়েছে'।[১১৯]

৯. দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে সংকলক কর্তৃক বুখারী ও মুসলিম ছাড়া অন্য যে সকল হাদীছ উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলোরও তাখরীজ করেছেন তথা আর কে কে সে হাদীছগুলো সংকলন করেছেন তা উল্লেখ করেছেন।

১০. মিশকাত প্রণেতা যে সকল হাদীছের সূত্র উল্লেখ না করে ফাঁকা রেখে দিয়েছিলেন, ব্যাখ্যাকার সেগুলোর সূত্র উল্লেখ করেছেন।

১১. ছহীহায়ন ব্যতীত মিশকাতে সংকলিত অন্য হাদীছগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধি (الصحة والضعف) নির্ণয় করেছেন। এক্ষেত্রে এ বিষয়ে বরেণ্য হাদীছ সমালোচকদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন।

১২. ছহীহায়ন বা এর যেকোন একটির বর্ণিত হাদীছ যদি দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এবং অন্য হাদীছগুলো প্রথম অনুচ্ছেদে মিশকাত প্রণেতা সংকলন করে থাকেন, তাহ'লে ব্যাখ্যাকার সেই ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন।

১৩. ছাহেবে মিশকাত কোন হাদীছ সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করে থাকলে ব্যাখ্যাকার পূর্ণাঙ্গ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

১৪. বুখারী-মুসলিম ছাড়া যে সকল হাদীছ মিশকাতে সংকলন করা হয়েছে সেগুলোর সমর্থনে অন্যান্য হাদীছ ও আছার উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোর মান নির্ণয় করেছেন।

১৫. শাব্দিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি কোন শব্দের একাধিক পঠনরীতি থাকলে তা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا. 'ঈমান ঐভাবে মদীনায় ফিরে আসবে যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে'।[১২০]

উক্ত হাদীছে উল্লেখিত لَيَأْرِزُ শব্দের পঠনরীতি উল্লেখ করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকার বলেন, بكسر الراء عند الأكثر، ويروى بالفتح، وحكى بالضم، أى يأوى وينضم، وينقبض ويلتجئ. 'অধিকাংশের মতে 'রা' বর্ণে যের দিয়ে। যবর দিয়েও বর্ণিত আছে। পেশ দ্বারাও কথিত আছে। অর্থাৎ আশ্রয় নিবে, মিলিত হবে এবং গুটিয়ে আসবে'।[১২১]

১৬. নাহবী বা ব্যাকরণগত আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে। যেমন- كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ سَمِعَ. 'কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়'।[১২২] এ হাদীছের ব্যাকরণগত দিক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, قوله (كفى بالمرء) هو مفعول (كفى) و(الباء) زائدة، و(كذبا) تمييز، و(أن يحدث) فاعل (كفى). 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী : كفى بالمرء এর المرء শব্দটি كفى ক্রিয়ার مفعول বা কর্ম। بالمرء এর (ب) অব্যয়টি অতিরিক্ত। كذبا শব্দটি تمييز হয়েছে। كفى– أن يحدث ক্রিয়ার فاعل বা কর্তা'।[১২৩]

১৭. হাদীছে উল্লেখিত আল্লাহ্র গুণবাচক শব্দের ব্যাখ্যায় সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَدُ اللهِ مَلْأَى... 'আল্লাহ্র হাত পরিপূর্ণ...'।[১২৪] এ হাদীছে উল্লেখিত يد শব্দের ব্যাখ্যায় মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, الواجب فى هذا اللفظ وفى أمثاله الإيمان بما جاء فى الحديث و التسليم

১১৯. *মির'আত ১/৪৩।*

১২০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬০ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*

১২১. *মির'আত ১/২৫৬।*

১২২. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৬।*

১২৩. *মির'আত, ১/২৫৩।*

১২৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৯২।*

و يـــد ' وترك التصرف فيه للعقل، وهو مذهب السلف.

অনুরূপ শব্দের ক্ষেত্রে হাদীছে যেভাবে এসেছে সেভাবে বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়া এবং মস্তিষ্কপ্রসূত ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। এটিই সালাফে ছালেহীনের মাযহাব'।[১২৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ قُلُوْبَ بَنِىْ آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ. 'বনু আদমের অন্তর সমূহ আল্লাহ্র আঙ্গুল সমূহের দুই আঙ্গুলের মধ্যে একটি অন্তরের ন্যায় অবস্থিত। তিনি উহাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঘুরিয়ে থাকেন'।[১২৬] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলেন, هذا من أحاديث الصفات التى نؤمن بها ونعتقد أنها حق من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى، فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض فيها واجب، فالمهتدى من سلك فيها طريق التسليم، والخائض فيها زائغ، والمنكر معطل، والمكيف مشبه، قال تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ. 'এটি আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কিত হাদীছ, যার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, কোন প্রকার ব্যাখ্যার অবকাশ বা অর্থোদ্ধার ছাড়াই এটি সত্য। এর প্রতি ঈমান আনা ফরয এবং এ ব্যাপারে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়া ওয়াজিব। যে এ ব্যাপারে মেনে নেয়ার পথ অবলম্বন করবে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত, আলোচনায় নিমগ্ন ব্যক্তি বক্র হৃদয়ের অধিকারী, অস্বীকারকারী নির্গুণবাদী এবং আকৃতি সাব্যস্তকারী সাদৃশ্যবাদী। অথচ আল্লাহ বলেন, 'তার মতো কিছুই নেই' *(শূরা ৪২/১১)*।[১২৭]

১৮. পরস্পর বিরোধী হাদীছগুলোর সুষ্ঠু সমাধান পেশ করা হয়েছে।

১৯. হাদীছের শব্দাবলী সংকলনের ক্ষেত্রে সংকলকের পক্ষ থেকে কোন ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হ'লে সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ ব্যাখ্যাকার তা ঠিক করে দিয়েছেন।

এ ভাষ্যটি সম্পর্কে জামে'আ সালাফিয়া বেনারসের সাবেক রেক্টর ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী বলেন, والحق أن هذا الشرح رفع مكانة علماء الهند بين علماء الحديث فى العالم وفتح أمامهم طريقا نافعا ومنهجا متميزا لدراسة الحديث النبوى الشريف وللاستنباط منـــه. 'বস্তুত এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি বিশ্বের মুহাদ্দিছদের মাঝে ভারতীয় আলেমদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে এবং তাদের সামনে হাদীছে নববী অধ্যয়ন-পর্যালোচনা ও তা থেকে মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ পথ ও স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পদ্ধতির দ্বার উন্মোচন করেছে'।[১২৮]

মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী বলেন, 'এই গ্রন্থটি আরব বিশ্বে এক অনারব ভারতীয় মুহাদ্দিছের ইলমী মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ্বের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলমে হাদীছ নিয়ে গবেষণাকারীদের জন্য বর্তমানে এটি অধ্যয়ন যরূরী গণ্য হয়ে গেছে'।[১২৯]

আবুল হাসান নাদভী হানাফী বলেন, ولعلماء الهند فى هـــذا العصر مؤلفات جليلة فى فنون الحديث وشروح لأمهات كتبـــه تلقاها العلماء بالقبول، منها عون المعبود فى شرح سنن أبى داود .... و تحفة الأحوذى فى شرح سنن الترمـــذى للعلامـــة عبـــد الرحمن المباركفورى ... و مرعاة المفـــاتيح فى شـــرح مـــشكاة المصابيح لشيخ الحديث مولانا عبيد الله المبـــاركفورى. 'এ যুগে ইলমে হাদীছের বিভিন্ন বিষয়ে এবং হাদীছের উৎস গ্রন্থগুলির ভাষ্য প্রণয়নে ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী রয়েছে, যেগুলোকে ওলামায়ে কেরাম সানন্দে গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে সুনানে আবূদাঊদের ভাষ্য 'আওনুল মা'বূদ', আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রচিত সুনানে তিরমিযীর ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়াযী' এবং শায়খুল হাদীছ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী রচিত 'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' অন্যতম'।[১৩০]

মাওলানা যিয়াউদ্দীন ইছলাহী হানাফী বলেন, 'এই ব্যাখ্যাগ্রন্থে পূর্ববর্তী অধিকাংশ ভাষ্যের সারাংশ চলে এসেছে। যোগ্য ব্যাখ্যাকার হাদীছ সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে সেগুলোর মর্ম যথাযথভাবে সুস্পষ্ট করেছেন। এর ফাঁকে ফাঁকে মুহাদ্দিছগণের প্রতি অপবাদ আরোপকারী, হাদীছ অস্বীকারকারী এবং হাদীছ থেকে ভুল মাসআলা ইস্তিম্বাতকারীদের জবাব দিয়ে তাদের স্ববিরোধিতা ও ত্রুটি প্রকাশ করা হয়েছে।[১৩১]

মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী বলেন, يعد شرحا عديم النظر غير مسبوق به بما يمتاز بـــه مـــن الأوصـــاف والخصائص. 'অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে এটিকে অতুলনীয়-অভূতপূর্ব শরাহ হিসাবে গণ্য করা হয়'। তিনি আরো বলেন, وإن هذا الكتاب لايفى بحاجة المرقاة واللمعـــات فحسب بل يغنى عن كثير من الكتب فى بـــاب تخـــريج

১২৫. *মির'আত ১/১৭৯।*
১২৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯।*
১২৭. *মির'আত ১/১৭৪-৭৫।*
১২৮. *ঐ, ১ম খণ্ড, ভূমিকা দ্র.।*
১২৯. *আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৪০।*
১৩০. *আবুল হাসান আলী নাদভী, আল-মুসলিমূনা ফিল হিন্দ (লক্ষ্ণৌ : নাদওয়াতুল ওলামা, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৭ খৃঃ), পৃঃ ৪১।*
১৩১. *তারজুমানুল হাদীছ, ডিসেম্বর '৯৮, পৃঃ ৪২।*

الأحاديث وتنقيحها، إن شاء الله. 'ইনশাআল্লাহ এই গ্রন্থটি মিরকাত ও লুম'আত এর প্রয়োজনই কেবল পূরণ করবে তা নয়; বরং হাদীছের তাখরীজ ও শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ে অনেক বই থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবে'।[১৩২]

মুবারকপুরীর পুত্র মাওলানা আব্দুর রহমান বলেন, ولوقلنا : إن الأمور التى راعاها المؤلف فى هذا الشرح الجليل لا توجد مجتمعة فى شرح آخر من شروح المشكاة لم يكن فيه شيئ من المبالغة أصلا. 'যদি আমরা বলি, এই খ্যাতিমান ভাষ্যগ্রন্থে যে বিষয়গুলোর প্রতি লেখক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়েছেন, মিশকাতের অন্যান্য ভাষ্যে সেগুলো একত্রিতভাবে পরিদৃষ্ট হবে না, তাহ'লে অতিরঞ্জন করা হবে না'।[১৩৩]

ফৎওয়া লিখন :

দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় শিক্ষকতা করার সময় মুবারকপুরী (রহঃ)-এর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকেই তিনি ফৎওয়া লেখার খিদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন।[১৩৪] কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ফৎওয়া প্রদানের কারণে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন তাঁর কাছে এসে বিভিন্ন বিষয়ে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করত। তিনি সেগুলির দলীলভিত্তিক উত্তর প্রদান করতেন। এ কারণে আহলেহাদীছ ছাড়াও অন্যান্য মাযহাবের লোকেরা তাঁর কাছ থেকে ফৎওয়া জেনে নিতেন ও তদনুযায়ী আমল করতেন। তাঁর অনেক ফৎওয়া 'মুহাদ্দিছ', 'মিছবাহ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তদীয় পুত্র মাওলানা আব্দুর রহমান তাঁর ফৎওয়াগুলো বৃহৎ দু'খণ্ডে সংকলন করেছেন। এগুলো মাত্র কয়েক বছরের ফৎওয়া। যদি তাঁর সব ফৎওয়া একত্রে সংকলন করা হয় তাহ'লে কয়েক খণ্ডের রূপ পরিগ্রহ করবে।[১৩৫]

অন্যান্য রচনাবলী :

'মির'আত' ছাড়া তাঁর আরো দু'টি গ্রন্থের নাম জানা যায়। ১. আশ-শির'আতু ফী বায়ানে মাহাল্লে আযানে খুতবাতিল জুম'আ : এতে তিনি জুম'আর দিনে মসজিদের কোথায় আযান দিতে হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ২. মাসআলাতুত তামীন ওয়াল ব্যাংক। এ দু'টি গ্রন্থই উর্দূ ভাষায় রচিত।[১৩৬]

মৃত্যু :

আহলেহাদীছ জামা'আতের দৃপ্ত নকীব, আল্লাহভীরু এই প্রতিভার জীবনপ্রদীপ ২২/৭/১৪১৪ হিজরী বুধবার মোতাবেক ৫/১/১৯৯৪ তারিখে ৮৭ বছর বয়সে ভোর ৬-টার সময় নিভে যায়।[১৩৭]

ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মুবারকপুরী :

১. ড. মুক্তাদা হাসান আযহারী বলেন, كان علما من أعلام المحدثين، يمتاز بذاكرة قوية وذهن ثاقب وبصيرة نافذة وقوة نادرة للاستنباط والتخريج وطريقة فريدة فى الجمع والتطبيق، عاش للعلم والتحقيق، وبذل فى سبيل خدمة السنة النبوية الشريفة كل ما آتاه الله من نعمة القوة والصحة، وضرب مثلا رائعا للتفانى فى سبيل الدين والعلم، ولإيثار اللذة العلمية على الراحة الجسمية. 'তিনি খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ছিলেন। প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তি, জাগ্রত জ্ঞান, মাসআলা ইস্তিম্বাত ও তাখরীজের বিরল ক্ষমতা, সংকলন ও (পরস্পর বিরোধী হাদীছের মধ্যে) সমন্বয়ের অনন্য পদ্ধতি প্রভৃতি গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। ইলম ও তাহক্বীকের জন্য তিনি বেঁচে ছিলেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্যকে তিনি সুন্নাতে নববীর খিদমতে ব্যয় করেছিলেন। দ্বীন ও ইলমের জন্য আত্মনিবেদন করা এবং শারীরিক বিশ্রামের উপর জ্ঞান আহরণের মজাকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন'।[১৩৮]

২. মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন, أحد كبار علماء الهند ومحدثيها، بل لا ثانى له فى إقليم الهند. 'মুবারকপুরী ভারতের একজন বড় মাপের আলেম ও মুহাদ্দিছ। বরং ভারতীয় উপমহাদেশে তার সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ নেই'।[১৩৯]

৩. ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাঁর সাথে সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'প্রথমেই তিনি আমার গবেষণার বিষয়বস্তু শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন ও সফলতার জন্য দো'আ করলেন। বাংলাদেশের কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উপরে ডক্টরেট করার নিবন্ধন দিয়েছে। অধিকন্তু আমি এজন্য সরকারী বৃত্তি নিয়ে গেছি, এটাই হ'ল তাঁর নিকটে বিস্ময়ের বস্তু। কারণ ভারতে এটা স্রেফ কল্পনার বিষয়। তাছাড়া মুবারকপুর শহরেই আহলেহাদীছ, দেউবন্দী, ব্রেলভী দ্বন্দ্ব চরমে। কারু সাথে কারু সালাম-কালাম পর্যন্ত নেই। অথচ বাংলাদেশ সে তুলনায় কত উদার! আমি তাঁর এই মনোভাবে খুশী হ'লাম। ঐ সময় বাংলাদেশে দলবদ্ধ মুনাজাত নিয়ে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাথে বিরোধীদের দ্বন্দ্ব চরমে ছিল। বিষয়টি অনেক পূর্বেই মীমাংসিত। কিন্তু 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাহস করে এটা প্রথম শুরু করে এবং শবেবরাত, মীলাদ, কুলখানি-চেহলাম, মহররম, সাহারীর আযানের বদলে লোক জাগানোর নামে ঢোল-বাদ্য সহ মিছিল ইত্যাদি বিদ'আতী রেওয়াজ সমূহের সাথে দলবদ্ধ মুনাজাতের বিদ'আতী প্রথার বিরুদ্ধেও তারা প্রচারণা চালায়। তাতে ঘরে-বাইরে তাদের ব্যাপক

১৩২. *মির'আত ১/৮।*
১৩৩. *ঐ, ১/১১।*
১৩৪. *মির'আত ১/১০; আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৪০।*
১৩৫. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৫৯; মির'আত ১/১০; আল- বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৪, ৪২।*
১৩৬. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৫৯; মির'আত ১/১০।*
১৩৭. *সীরাতুল বুখারী, পৃঃ ২৫; আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৭-৩৮।*
১৩৮. *মির'আত, ভূমিকা দ্র.।*
১৩৯. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৫৮।*

বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হয়। বর্তমানে বিরোধীরা চুপসে গেছে এবং তাদের অনেকে সংশোধিত হয়েছেন। কেবল হঠকারী কিছু লোক মাঝে-মধ্যে শূন্যে চ্যালেঞ্জের গুলি ছুঁড়ে সান্ত্বনা তালাশ করে মাত্র। যাই হোক আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে মুহাদ্দিছসুলভ ভঙ্গিতে সুন্দরভাবে তিনি ইলমী আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির অসারতা তুলে ধরেন। আমি মুনাজাতের পক্ষে যত যুক্তি পেশ করেছি, উনি হাদীছ দিয়ে তার জবাব দিয়েছেন। হাদীছের সামনে যুক্তি চলে না। অবশেষে আমি চুপ হয়েছি। বলা চলে যে, এটা ছিল রীতিমত একটা দরসে হাদীছের অনুষ্ঠান। হুঁশিয়ার ছাত্র যেমন শিক্ষককে প্রশ্নবানে মাতিয়ে রাখে, অনুষ্ঠানটি ছিল অনেকটা সেইরূপ। আমার প্রশ্ন ও যুক্তিতর্কে তিনি মোটেই বিরক্ত হননি। বরং খুশী হয়ে দো'আ করলেন এবং প্রশংসামূলক অনেক কথা বললেন। অবশেষে আমি বাংলাদেশে আমাদের সাংগঠনিক দাওয়াতের মাধ্যমে সংস্কার তৎপরতা তুলে ধরলে তিনি যারপর নেই আনন্দিত হ'লেন এবং বললেন, কেবল লেখনী ও উপদেশ দিয়েই সমাজ সংশোধন সম্ভব নয়। বরং প্রয়োজন জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা। এজন্যই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে'।[১৪০] আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজে সে পথের দিশারী ছিলেন। তিনি বললেন, আজকাল আলেমদের অধিকাংশ কেবল মাসআলা-মাসায়েল-এর খুঁটিনাটি বিতর্ক নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ঝুঁকি নেওয়ার ভয়ে তারা সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা থেকে সর্বদা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন'।

অতঃপর তিনি আমাকে বিশেষভাবে যে নছীহত করেন তা এই যে, বিরোধীদের জওয়াবে কেবল ছহীহ হাদীছ বলে চুপ থাকবেন। অতঃপর ওদের এড়িয়ে চলবেন। মিথ্যা একদিন সত্যের কাছে পরাজিত হবেই। বলা বাহুল্য, আমার মরহুম পিতার উপদেশও ছিল অনুরূপ। মিথ্যাবাদীরা দাঁতে দাঁত কামড়িয়ে যেভাবে ঢালাও মিথ্যাচার করেছে। অবশেষে আমাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করেছে। জেল-যুলুমে নাজেহাল করেছে। কিন্তু অবশেষে সত্য বিকশিত হয়েছে। মিথ্যার ধ্বজাধারীরা যত যুলুম করেছে, অজানা সত্যসেবীরা তত এগিয়ে এসেছে। এটাই সম্ভবতঃ আল্লাহ্র চিরন্তন বিধান। আল্লামা মুবারকপুরীর সে রাতের উপদেশ আমরা শিরোধার্য করে নিয়েছিলাম। আজও সেই নীতির উপর দৃঢ় আছি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন সেভাবে থাকতে পারি, আল্লাহ্র নিকট সেই তাওফীক প্রার্থনা করি।[১৪১]

মুবারকপুরীর জামাই মুহাম্মাদ ফারূক আযমী বলেন, 'তিনি আহলেহাদীছ জামা'আতের মধ্যমণি ও সম্মানিত আলেম ছিলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান, শ্রেষ্ঠত্ব, তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা সবার জন্য প্রবাহমান প্রস্রবণ ছিল। ব্রেলভী, দেওবন্দী, শী'আ সবাই তার পাণ্ডিত্য, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং উত্তম চরিত্রের শুধু স্বীকৃতি প্রদানকারীই ছিল না; বরং ভক্তও ছিল। অনেক মাসআলায় তারা তাঁর কাছে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করত এবং তাঁর প্রদত্ত ফৎওয়া অনুযায়ী আমল করত'।[১৪২]

৪. ড. আকবর রহমানী বলেন, 'ভারতের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, ফকীহ ও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী আজ দুনিয়াতে বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর ইলমী কর্মকাণ্ড সর্বদা তাঁর কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়'।[১৪৩]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা মুবারকপুরী (রহঃ) 'শেষনবীর সত্যিকারের ওয়ারেছ একজন কথা ও কর্মের আপাদমস্তক আহলেহাদীছ বিদ্বান' ছিলেন। তিনি ইলমে হাদীছের খিদমতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। হাদীছের মণি-মুক্তা আহরণ ও বিতরণ হয়ে উঠেছিল তাঁর জ্ঞানগবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। সুনাম-সুখ্যাতি ও অর্থ-বিত্ত নয়; বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, لا أعلم علما أفضل من علم الحديث لمن أراد به وجه الله تعالى. 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য ইলমে হাদীছের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ইলম আছে বলে আমার জানা নেই'।[১৪৪]

'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' রচনা করে ইলমে হাদীছে তিনি যে অবদান রেখেছেন তা অতুলনীয়। 'ফিকহুল হাদীছ' ভিত্তিক এ ভাষ্যটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় আলেম সমাজে সাদরে গৃহীত হয়। যতদিন হাদীছ চর্চা অব্যাহত থাকবে ততদিন তাঁর স্মৃতি আমাদের মাঝে চিরজাগরুক হয়ে থাকবে। আর-রামাহুরমুযী (রহঃ) বলেন, وكفى بالمحدث شرفا أن يكون إسمه مقرونا بإسم النبي، وذكره متصلا بذكره، وذكر أهل بيته وأصحابه. 'মুহাদ্দিছের এ মর্যাদাই যথেষ্ট যে, তার নামটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামের সাথে মিলিত থাকবে এবং তার স্মৃতি রাসূল (ছাঃ), আহলে বায়ত ও তাঁর ছাহাবীগণের স্মৃতির সাথে জাগরুক থাকবে'।[১৪৫]

ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করুন[১৪৬] এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমীন!!

---

১৪০. *তিরমিযী, ছহীহুল জামে' হা/৮০৬৫।*

১৪১. *তথ্য : ঐ, তাং- ১২/০৮/২০১০ইং।*

১৪২. *আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৩৪।*

১৪৩. *ঐ, পৃঃ ৩৮, ৪২।*

১৪৪. *নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, আল-হিত্তাহ বি-যিকরিছ ছিহাহ আস-সিত্তাহ (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫), পৃঃ ৩৮।*

১৪৫. *মুহাম্মাদ মুহিববুদ্দীন আবূ যায়দ, খাছায়িছু আহলিল হাদীছ ওয়াস সুন্নাহ (মিসর : দারু ইবনিল জাওযী, ১৪২৬/২০০৫), পৃঃ ৪৭।*

১৪৬. *রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে। অতঃপর তা যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে, রক্ষা করেছে এবং অন্যের নিকটে পৌঁছিয়ে দিয়েছে'। দ্রঃ শাফেঈ, আর-রিসালাহ, পৃঃ ১০৬; মুসনাদে শাফেঈ, পৃঃ ৮২; আল-বায়হাক্বী, আল-মাদখাল; মিশকাত হা/২২৮, মির'আত ১/৩২৮, হাদীছ ছহীহ।*